أصحاب الكهف

الْكَهْفُ بِالرَّقِيمِ.. ظَلَامٌ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ غَيْرُ الْأَطْيَافِ؛ طَيْفُ رَجُلَيْنِ قَاعِدَيْنِ الْقُرْفُصَاءَ، وَعَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهُمَا كَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ.

গুহাটি রকীমে... এমন অন্ধকার যেখানে ছায়া ছাড়া কিছু বোঝা যায় না; দুইজন মানুষের ছায়া বসে আছে, আর তাদের কাছে একটি কুকুর দরজার কাছে হাত (পা) প্রসারিত করে শুয়ে আছে।

مِشْلِينِيَا (وَهُوَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ): يَا مَرْنُوشُ

মিশলিনিয়া (দুজনের একজন): হে মারনূশ!

مَرْنُوشُ: أَاسْتَيْقَظْتَ؟ مَاذَا تُرِيدُ مِنِّي؟

মারনূশ: তুমি কি জেগে উঠেছ? আমার কাছে কী চাও?

مِشْلِينِيَا: أَيْنَ أَنْتَ؟ أَسْمَعُ صَوْتَكَ الْمُتَبَرِّمَ وَلَا أَرَاكَ. آهِ ظَهْرِي يُؤْلِمُنِي!

মিশলিনিয়া: তুমি কোথায়? তোমার বিরক্ত কণ্ঠ শুনছি কিন্তু তোমাকে দেখছি না। আহ! আমার পিঠ ব্যথা করছে!

مَرْنُوشُ: دَعْنِي، أَنَا أَيْضًا ضُلُوعِي تُوجِعُنِي، كَأَنَّمَا نِمْتُ عَلَيْهَا عَامًا.

মারনূশ: আমাকে ছাড়ো, আমারও পাঁজর ব্যথা করছে, যেন আমি এর উপর এক বছর ঘুমিয়েছি।

مِشْلِينِيَا: أَيْنَ الرَّاعِي؟ أَيْنَ ثَالِثُنَا الرَّاعِي؟

মিশলিনিয়া: রাখাল কোথায়? আমাদের তৃতীয় সঙ্গী রাখাল কোথায়?

مَرْنُوشُ: أَتَبَيَّنُ شَبَحَ كَلْبِهِ هُنَا بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ.

মারনূশ: আমি এখানে তার কুকুরের ছায়া দেখতে পাচ্ছি, সে তার হাত (পা) প্রসারিত করে আছে।

مِشْلِينِيَا: أَلَا تَرَى هَذَا الرَّاعِي يَتَجَنَّبُ قُرْبَنَا؟ أَيْنَ هُوَ؟

মিশলিনিয়া: তুমি কি দেখছ না, এই রাখাল আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকছে? সে কোথায়?

مَرْنُوشُ: لَعَلَّهُ بِبَابِ الْكَهْفِ يَرْقُبُ طُلُوعَ النَّهَارِ، شَأْنُ الرُّعَاةِ.

মারনূশ: সম্ভবত সে গুহার দরজায় আছে, সকাল হওয়ার অপেক্ষা করছে—রাখালদের স্বভাব যেমন।

مِشْلِينِيَا (يَتَمَطَّى): آهِ ظَهْرِي يُؤْلِمُنِي! كَمْ لَبِثْنَا يَا مَرْنُوشُ؟

মিশলিনিয়া (আলসেমি ভাঙতে শরীর টানছে): আহ! আমার পিঠ ব্যথা করছে! আমরা কতক্ষণ এখানে ছিলাম, হে মারনূশ?

مَرْنُوشُ: أُفٍّ، إِنَّكَ تُحْرِجُ صَدْرِي بِأَسْئِلَتِكَ.

মারনূশ: উফ! তোমার প্রশ্নে আমার বুক বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।

مِشْلِينِيَا: أَنَا كَذَلِكَ—لَوْ تَعْلَمُ—ضَيِّقُ الصَّدْرِ مِثْلُكَ يَا مَرْنُوشُ، كَمْ لَبِثْنَا هَاهُنَا؟

মিশলিনিয়া: আমিও—যদি জানতে—তোমার মতোই অস্থির বোধ করছি, হে মারনূশ। আমরা এখানে কতক্ষণ ছিলাম?

مَرْنُوشُ: يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.

মারনূশ: এক দিন বা দিনের কিছু অংশ।

مِشْلِينِيَا: مِنْ أَدْرَاكَ؟

মিশলিনিয়া: তুমি কীভাবে জানলে?

مَرْنُوشُ: وَهَلْ نَنَامُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ؟

মারনূশ: আমরা কি এর বেশি সময় ঘুমাই নাকি?

مِشْلِينِيَا: صَدَقْتَ (صَمْتٌ)، وَفَجْأَةً يَقُولُ وَهُوَ نَافِدُ الصَّبْرِ: أُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ.

মিশলিনিয়া: তুমি ঠিক বলেছ (নীরবতা), হঠাৎ সে অধৈর্য হয়ে বলে: আমি এই জায়গা থেকে বের হতে চাই।

Page -10

مَرْنُوشُ: وَيْحَكَ، إِلَى أَيْنَ؟

মারনূশ: আফসোস তোমার জন্য! কোথায় যাবে?

مِشْلِينِيَا: أَوَتُرِيدُنِي عَلَى الْمَبِيتِ هُنَا لَيْلَةً أُخْرَى؟

মিশলিনিয়া: তুমি কি চাও আমি এখানে আরেক রাত কাটাই?

مَرْنُوشُ: لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَحَتَّى نَأْمَنَ عَلَى حَيَاتِنَا مِنْ دِقْيَانُوسَ.

মারনূশ: দুই রাত বা তিন রাত, যতক্ষণ না আমরা দাকিয়ানুসের থেকে নিজেদের জীবন নিরাপদ মনে করি।

مِشْلِينِيَا (صَائِحًا مُتَذَمِّرًا): لَا أَسْتَطِيعُ، لَا أَسْتَطِيعُ.

মিশলিনিয়া (চিৎকার করে বিরক্তভাবে): আমি পারছি না, আমি পারছি না।

مَرْنُوشُ: وَلِمَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنَا، وَأَنَا وَلِي امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ أُعِزُّهُمَا وَأَعْبُدُهُمَا؟

মারনূশ: আর আমি কেন পারবো না? আমার তো স্ত্রী ও সন্তান আছে, যাদের আমি খুব ভালোবাসি।

مِشْلِينِيَا: أَنْتَ تَسْتَبْقِي حَيَاتَكَ مِنْ أَجْلِهِمَا.

মিশলিনিয়া: তুমি তাদের জন্যই নিজের জীবন বাঁচিয়ে রাখছ।

مَرْنُوشُ: وَأَنْتَ؟ أَلَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَبْقِي حَيَاتَكَ مِنْ أَجْلِ...؟

মারনূশ: আর তুমি? তুমি কি তোমার জীবন বাঁচিয়ে রাখতে চাও না কারও জন্য...?

مِشْلِينِيَا: نَعَمْ يَا مَرْنُوشُ، لَكِنَّهَا—أَنْتَ ذَا تَرَانِي—لَا أَقْوَى عَلَى الْبُعْدِ يَوْمًا وَاحِدًا.

মিশলিনিয়া: হ্যাঁ মারনূশ, কিন্তু—তুমি তো দেখছ—আমি একদিনও দূরে থাকতে পারি না।

مَرْنُوشُ: مِشْلِينِيَا، احْذَرْ لِنَفْسِكَ وَلَنَا، الْمَذْبَحَةُ لَا تَزَالُ قَائِمَةً فِي الْمَدِينَةِ، إِنِّي لَنْ أَحْتَمِلَ نَزَقَكَ بَعْدَ الْيَوْمِ.

মারনূশ: মিশলিনিয়া, নিজের এবং আমাদের জন্য সাবধান হও, শহরে এখনও হত্যাযজ্ঞ চলছে, আজ থেকে আমি তোমার বেপরোয়া আচরণ সহ্য করবো না।

يَبْدُو شَبَحٌ يَتَخَبَّطُ فِي الظَّلَامِ.

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি হোঁচট খেতে খেতে দেখা যায়।

مِشْلِينِيَا: مَنْ هَذَا؟

মিশলিনিয়া: কে ওখানে?

يَمْلِيخَا: أَنَا الرَّاعِي يَا مَوْلَايَ.
ইমলিখা: আমি রাখাল, হে প্রভু।

مِشْلِينِيَا: تَفَقَّدْنَاكَ السَّاعَةَ.
মিশলিনিয়া: আমরা একটু আগে তোমাকে খুঁজছিলাম।

يَمْلِيخَا: قُمْتُ أَتَلَمَّسُ الطَّرِيقَ إِلَى الْبَابِ، فَلَمْ أَهْتَدِ إِلَيْهِ.

ইমলিখা: আমি দরজার পথ খুঁজতে উঠেছিলাম, কিন্তু তা খুঁজে পাইনি।

مِشْلِينِيَا: اقْعُدْ بِجِوَارِنَا. مَنْ قَدْتَنَا إِلَى هَذَا الْكَهْفِ وَأَنْتَ صَامِتٌ، كَأَنَّكَ لَا تَأْنَسُ بِنَا!

মিশলিনিয়া: আমাদের পাশে বসো। তুমি আমাদের এই গুহায় নিয়ে এলে অথচ চুপচাপ—মনে হচ্ছে তুমি আমাদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছ না!

مَرْنُوشُ: مَا اسْمُكَ أَيُّهَا الرَّاعِي؟
মারনূশ: হে রাখাল, তোমার নাম কী?

يَمْلِيخَا: اسْمِي يَمْلِيخَا يَا مَوْلَايَ.

ইমলিখা: আমার নাম ইমলিখা, হে প্রভু।

مِشْلِينِيَا: لِمَاذَا تَدْعُونَا دَائِمًا بِـ«يَا مَوْلَايَ»؟
মিশলিনিয়া: তুমি আমাদের সবসময় “হে প্রভু” বলে ডাকো কেন?

يَمْلِيخَا: وَبِمَاذَا أَدْعُو صَاحِبَ يَمِينِ الْمَلِكِ وَصَاحِبَ يَسَارِهِ؟
ইমলিখা: তাহলে আমি কীভাবে ডাকি রাজ্যের ডান ও বাম পাশের সঙ্গীদের?

مَرْنُوشُ: عَجَبًا! مَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّنَا صَاحِبَا الْمَلِكِ؟!

মারনূশ: আশ্চর্য! কে তোমাকে বলেছে যে আমরা রাজার সঙ্গী?

يَمْلِيخَا: وَهَلْ يُجْهَلُ الْوَزِيرَانِ؟!

ইমলিখা: দুই মন্ত্রী কি অজানা থাকতে পারে?

مِشْلِينِيَا: أَرَأَيْتَنَا مِنْ قَبْلُ؟
মিশলিনিয়া: তুমি কি আমাদের আগে দেখেছ?

يَمْلِيخَا: كَثِيرًا.
ইমলিখা: অনেকবার।

مَرْنُوشُ: أَيْنَ؟
মারনূশ: কোথায়?

يَمْلِيخَا: بِمَدِينَةِ طَرْسُوسَ، فِي سَاحَةِ مُصَارَعَةِ السِّبَاعِ. كُنْتُمَا تُحُوطَانِ الْمَلِكَ فِي شُرْفَتِهِ، وَالْأَنْظَارُ تَرْمُقُكُمْ وَالشِّفَاهُ تَهْمِسُ: هَذَا الْمَلِكُ، وَهَذَانِ مِشْلِينِيَا وَمَرْنُوشُ.

ইমলিখা: তারসুস শহরে, বন্য পশুর লড়াইয়ের ময়দানে। তোমরা দুজন রাজার বারান্দায় তাকে ঘিরে থাকতে, মানুষ তোমাদের দিকে তাকাত এবং ফিসফিস করে বলত: এই রাজা, আর এরা মিশলিনিয়া ও মারনূশ।

مِشْلِينِيَا: عَرَفْتَنَا إِذًا سَاعَةَ جِئْنَاكَ نَعْدُو نَسْأَلُكَ مَلْجَأً وَمَخْبَأً؟

মিশলিনিয়া: তাহলে যখন আমরা দৌড়ে এসে তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম, তখনই তুমি আমাদের চিনেছিলে?

Page-11

يَمْلِيخَا: لَمْ أَتَبَيَّنْكُمَا أَوَّلَ الْأَمْرِ، لَكِنْ سَمِعْتُ أَحَدَكُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: «إِنَّهُمْ فِي أَثَرِنَا يَا مَرْنُوشُ؛ فَلْنُسْرِعْ». فَنَبَّهَنِي الِاسْمُ مِنْ سَاعَتِي، فَتَرَكْتُ غَنَمِي، وَجِئْتُ بِكُمَا إِلَى كَهْفِ الرَّقِيمِ.

ইমলিখা: প্রথমে আমি তোমাদের চিনতে পারিনি। কিন্তু তোমাদের একজনকে অন্যজনকে বলতে শুনলাম— “তারা আমাদের পিছু নিয়েছে, হে মারনূশ; তাই তাড়াতাড়ি চল।” তখনই নাম শুনে আমি সতর্ক হলাম, আমার ভেড়াগুলো রেখে তোমাদেরকে রকীমের গুহায় নিয়ে এলাম।

مِشْلِينِيَا (بَعْدَ صَمْتٍ): أَلَمْ نُلْهِكَ عَنْ غَنَمِكَ يَا يَمْلِيخَا؟

মিশলিনিয়া (নীরবতার পর): ইমলিখা, আমরা কি তোমাকে তোমার ভেড়াগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম না?

يَمْلِيخَا: لَا بَأْسَ، إِنَّهَا تَرْعَى الْكَلَأَ آمِنَةً، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ أَنَّهَا لِمَسِيحِيٍّ.

ইমলিখা: সমস্যা নেই। ওগুলো নিরাপদে ঘাস খাচ্ছে, আর কেউ জানে না যে এগুলো একজন খ্রিস্টানের।

مَرْنُوشُ: أَنْتَ أَيْضًا كُنْتَ تُخْفِي دِينَكَ؟

মারনূশ: তুমিও কি তোমার ধর্ম গোপন করে রাখতে?

يَمْلِيخَا: نَعَمْ يَا مَوْلَايَ.
ইমলিখা: হ্যাঁ, হে প্রভু।

مِشْلِينِيَا: يَا يَمْلِيخَا، كَلِمَةُ «مَوْلَايَ» تُؤْذِي سَمْعِي، إِنَّا هُنَا إِخْوَةٌ وَمَسِيحِيُّونَ، فَلَا مَوَالِيَ وَلَا عَبِيدَ.

মিশলিনিয়া: ইমলিখা, "প্রভু" শব্দটি আমার কানে কষ্ট দেয়। আমরা এখানে ভাই এবং খ্রিস্টান—এখানে না কোনো প্রভু আছে, না কোনো দাস।

مَرْنُوشُ: هَلْ لَكَ أَهْلٌ يَا يَمْلِيخَا؟
মারনূশ: ইমলিখা, তোমার কি পরিবার আছে?

يَمْلِيخَا: لَيْسَ لِي إِلَّا قِطْمِيرٌ.
ইমলিখা: কিতমীর ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

مِشْلِينِيَا: مَنْ هُوَ قِطْمِيرٌ؟
মিশলিনিয়া: কিতমীর কে?

يَمْلِيخَا (يُشِيرُ إِلَى الْكَلْبِ): كَلْبِي هَذَا.

ইমলিখা (কুকুরের দিকে ইশারা করে): এই আমার কুকুর।

مَرْنُوشُ: أَنْتَ إِذَنْ أَسْعَدُنَا حَالًا.

মারনূশ: তাহলে তোমার অবস্থাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।

(...صَمْتٌ)

(নীরবতা...)

يَمْلِيخَا (فِي تَرَدُّدٍ): لَوْ أَجْرُؤُ عَلَى السُّؤَالِ...

ইমলিখা (দ্বিধায়): যদি প্রশ্ন করার সাহস পেতাম...

مِشْلِينِيَا: سَلْ عَمَّا شِئْتَ يَا يَمْلِيخَا، وَلَا تَرْهَبْ أَمْرًا.

মিশলিনিয়া: যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো, ইমলিখা। কোনো ভয় করো না।

يَمْلِيخَا: مِنْ رَأَيْتُكُمَا رَاكِضَيْنِ هَرَبًا مِنَ الْمَذْبَحَةِ حَدَسْتُ وَعَجِبْتُ، وَلَكِنْ أَذْهَلَنِي أَمْرُ نَجَاتِكُمَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَأَتَيْنَا الْكَهْفَ، فَسَكَنْتُ إِلَى نَفْسِي أُفَكِّرُ فِي أَمْرِكُمَا حَتَّى دَهَمَنِي نَوْمٌ ثَقِيلٌ لَمْ أَصْحُ مِنْهُ إِلَّا السَّاعَةَ، وَكَأَنَّ بِأَضْلُعِي كَسْرًا...

ইমলিখা: যখন তোমাদের দুজনকে হত্যাযজ্ঞ থেকে পালিয়ে দৌড়াতে দেখলাম, আমি অনুমান করলাম এবং বিস্মিত হলাম। কিন্তু সবচেয়ে আমাকে অবাক করেছে তোমাদের বেঁচে যাওয়া। তারপর আমরা গুহায় এলাম, আমি তোমাদের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে বসে ছিলাম; এমন সময় গভীর ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করল, এখন ছাড়া জাগিনি—আর মনে হচ্ছে আমার পাঁজর যেন ভেঙে গেছে...

مِشْلِينِيَا: مَا الَّذِي حَيَّرَكَ مِنْ أَمْرِنَا؟

মিশলিনিয়া: আমাদের ব্যাপারে কোন বিষয় তোমাকে অবাক করেছে?

يَمْلِيخَا: دِقْيَانُوسُ عَدُوُّ الْمَسِيحِيَّةِ مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَزِيرَيْهِ مَسِيحِيَّانِ.

ইমলিখা: খ্রিস্টধর্মের শত্রু দাকিয়ানুস জানত না যে তার দুই মন্ত্রী খ্রিস্টান।

مَرْنُوشُ (فِي انْدِفَاعٍ مَقْصُودٍ): وَهُوَ لَا يَعْلَمُ كَذَلِكَ أَنَّ ابْنَتَهُ مَسِيحِيَّةٌ.. هَذَا الْأَمْرُ بِذَبْحِ الْمَسِيحِيِّينَ.

মারনূশ (ইচ্ছাকৃত আবেগে): আর সেও জানে না যে তার মেয়েও খ্রিস্টান... অথচ সে খ্রিস্টানদের হত্যার আদেশ দিয়েছে।

يَمْلِيخَا (فِي اسْتِغْرَابٍ): ابْنَتُهُ؟ الْأَمِيرَةُ بْرِيسْكَا؟!

ইমলিখা (অবাক হয়ে): তার মেয়ে? রাজকুমারী প্রিসকা?!

مِشْلِينِيَا (فِي صَيْحَةِ عَتَبٍ وَلَوْمٍ): مَرْنُوشُ!

মিশলিনিয়া (ভর্ৎসনা ও অভিযোগের সুরে): মারনূশ!

مَرْنُوشُ: وَأَيُّ حَرَجٍ أَنْ أُخْبِرَ يَمْلِيخَا بِهَذَا؟ إِلَّا أَنْ أَكُونَ ذَكَرْتُ قَلْبَكَ يَا مِشْلِينِيَا...

মারনূশ: এতে ইমলিখাকে বলাতে সমস্যা কী? যদি না আমি তোমার হৃদয়ের কথাই মনে করিয়ে দিয়ে থাকি, মিশলিনিয়া...

يَمْلِيخَا: مَعْذِرَةً يَا مَوْلَايَ، أَنَا لَمْ أَطْلُبِ الْعِلْمَ إِلَّا بِأَمْرٍ وَاحِدٍ؛ كَيْفَ عَرَفَ الْمَلِكُ سِرَّكُمَا؟ أَمَكِيدَةٌ، أَمْ وِشَايَةٌ؟

ইমলিখা: ক্ষমা করবেন, হে প্রভু। আমি শুধু একটি বিষয় জানতে চাই—রাজা কীভাবে তোমাদের গোপন বিষয় জানতে পারল? এটা কি ষড়যন্ত্র ছিল, নাকি কারও গুপ্ত সংবাদ?

Page-12

مَرْنُوشُ: أَخْبِرْهُ أَنْتَ يَا مِشْلِينِيَا...
মারনূশ: তুমি-ই বলো তাকে, হে মিশলিনিয়া...

مِشْلِينِيَا: أُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ.
মিশলিনিয়া: আমি এই জায়গা থেকে বের হতে চাই।

مَرْنُوشُ: أَيْضًا؟ يَا مُصِيبَتِي بِكَ!
মারনূশ: আবারও? হায়, তুমি আমার জন্য কী বিপদ!

مِشْلِينِيَا: قُلْتُ لَكَ لَا أَسْتَطِيعُ الْمَكْثَ هُنَا يَوْمًا آخَرَ.
মিশলিনিয়া: আমি তোমাকে বলেছি, আমি এখানে আর একদিনও থাকতে পারব না।

مَرْنُوشُ: أَيُّهَا النَّزِقُ، أَمَا كَفَاكَ أَنَّكَ أَوْقَعْتَنَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؟
মারনূশ: হে বেপরোয়া মানুষ! তুমি কি যথেষ্ট করোনি যে আমাদের এই অবস্থায় ফেলেছ?

مِشْلِينِيَا: إِنَّكَ حَاقِدٌ عَلَيَّ!
মিশলিনিয়া: তুমি আমার ওপর ক্ষুব্ধ!

مَرْنُوشُ: بَلْ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى أَنَّ رِسَالَتَكَ الْمَشْؤُومَةَ لَمْ يَكُنْ بِهَا غَيْرُ اسْمَيْنَا.
(مِشْلِينِيَا لَا يُجِيبُ)
نَعَمْ.. إِنَّهَا مِنْ سُوءِ حَظِّي الرِّسَالَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةُ.
মারনূশ: বরং আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে তোমার সেই অশুভ চিঠিতে শুধু আমাদের দুজনের নামই ছিল।

(মিশলিনিয়া উত্তর দেয় না)

হ্যাঁ... দুর্ভাগ্যক্রমে এটাই ছিল আমার প্রথম এবং শেষ চিঠি।

مِشْلِينِيَا: مِنْ سُوءِ حَظِّكَ.. حَقِيقَةً.
মিশলিনিয়া: সত্যিই, এটা তোমার দুর্ভাগ্য।

مَرْنُوشُ: طَالَمَا حَذَّرْتُكَ الْكِتَابَةَ إِلَى بْرِيسْكَا.
মারনূশ: আমি বহুবার তোমাকে প্রিসকাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করেছিলাম।

مِشْلِينِيَا: صَهْ!
মিশলিনিয়া: চুপ!

مَرْنُوشُ: لَكِنَّكَ هَذِهِ الْمَرَّةَ قَد ذَهَبَ رُشْدُكَ دَفْعَةً وَاحِدَةً.. فَكَتَبْتَ، ثُمَّ دَفَعْتَ الرِّسَالَةَ إِلَى وَصِيفَةٍ غَيْرَى تُضْمِرُ لَكُمَا الشَّرَّ.
أَلَا تَذْكُرُ أَنِّي نَبَّهْتُكَ يَوْمًا إِلَيْهَا وَقَدْ لَحَظْتُ مِنْهَا أَشْيَاءَ؟
أَوَلَمْ تَجِدْ رَسُولًا سِوَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟
(مِشْلِينِيَا لَا يُجِيبُ)
মারনূশ: কিন্তু এবার তুমি একেবারে বিবেক হারিয়ে ফেলেছিলে... তুমি চিঠি লিখে এমন এক দাসীর হাতে দিলে যে তোমাদের জন্য খারাপ কিছু মনে পোষণ করত। মনে নেই, আমি একদিন তোমাকে তার ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম? এই নারী ছাড়া আর কাউকে কি পেলে না?

يَا لِقِلَّةِ الْحَذَرِ! أَوَلَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّكَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ الْمَشْؤُومَةِ بِقَلِيلٍ أَهْدَيْتَ إِلَى بْرِيسْكَا يَدًا بِيَدٍ صَلِيبًا صَغِيرًا مِنَ الذَّهَبِ اسْتَصْنَعْتَهُ لَهَا؟
فَمَاذَا عَلَيْكَ لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهَا الرِّسَالَةَ كَذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ؟
মারনূশ: কী অসতর্কতা! তুমি কি আমাকে বলোনি যে সেই অশুভ চিঠির কিছু আগে তুমি নিজ হাতে প্রিসকাকে তোমার তৈরি ছোট্ট একটি সোনার ক্রুশ উপহার দিয়েছিলে? তাহলে চিঠিটাও সেভাবে দিতে অসুবিধা কী ছিল?

وَلَكِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَلَقَدْ كَتَبْتَهَا بَعْدَئِذٍ عَلَى عَجَلٍ.. نَعَمْ، كَيْ تُخْبِرَهَا أَنَّكَ ذَاهِبٌ بِصُحْبَةِ مَرْنُوشَ تُصَلِّي سِرًّا صَلَاةَ الْفِصْحِ وَتَذْكُرُهَا فِي الصَّلَاةِ.

(مِشْلِينِيَا لَا يُجِيبُ)

মারনূশ: কিন্তু তুমি দাবি করো যে তুমি পারোনি, তাই পরে তাড়াহুড়ো করে চিঠি লিখলে... তাকে জানাতে যে তুমি মারনূশকে নিয়ে গোপনে ইস্টারের নামাজ/উপাসনা করতে যাচ্ছ এবং তাকে সেই প্রার্থনায় স্মরণ করবে।

...مِشْلِينِيَا: نَعَمْ.. كَلِمَةٌ لَوْ لَمْ أَخُطَّهَا

মিশলিনিয়া: হ্যাঁ... যদি আমি ওই কথাটা না লিখতাম...

.مَرْنُوشُ: لَكُنْتُ نَجَوْتُ بِجِلْدِي

মারনূশ: তাহলে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারতাম।

.مِشْلِينِيَا: أَجَلْ، كُنْتَ نَجَوْتَ بِجِلْدِكَ

মিশলিনিয়া: হ্যাঁ, তুমি প্রাণে বেঁচে যেতে।

مَرْنُوشُ: وَلَمَا كُنْتُ خَسِرْتُ مَكَانِي عِنْدَ الْمَلِكِ، وَلَمَا جِئْتُ أُحَطِّمُ عِظَامِي عَلَى أَرْضِ هَذَا الْمَكَانِ الْمُوحِشِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَلَمَا تَرَكْتُ امْرَأَتِي وَوَلَدِي وَحْدَهُمَا فِي عَذَابِ .الْقَلَقِ وَسْطَ هَوْجَاءِ الْمَذْبَحَةِ

মারনূশ: তাহলে আমি রাজার কাছে আমার স্থান হারাতাম না, আজ রাতে এই নির্জন জায়গায় এসে কষ্ট পেতে হতো না, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যাযজ্ঞের ভয়ের মধ্যে একা ফেলে আসতে হতো না।

!يَمْلِيخَا (بَعْدَ لَحْظَةِ صَمْتٍ): مَوْلَايَ، أَوَتَرَكْتَ أَهْلَكَ فِي الْخَطَرِ؟

ইমলিখা (কিছুক্ষণ নীরবতার পর): প্রভু, আপনি কি আপনার পরিবারকে বিপদের মধ্যে রেখে এসেছেন?!

مَرْنُوشُ: أَحْمَدُ اللهَ عَلَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا مَسِيحِيَّانِ، وَلَا أَنَّهُمَا يَمُتَّانِ إِلَيَّ .بِصِلَةٍ

.إِنَّ أَمْرَ زَوَاجِي سِرٌّ لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُ ثَلَاثَتِنَا الْآنَ

ثُمَّ إِنِّي أُخْفِي امْرَأَتِي وَوَلَدِي عَنِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ مُنْفَرِدٍ مُنْذُ سِنِينَ.
كَلَّا.. لَا خَوْفَ عَلَيْهِمَا.. لَقَدْ عَصَفَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ مَذَابِحُ وَمَجَازِرُ فَلَمْ يَمْتَدَّ إِلَيْهِمَا أَذًى.

মারনূশ: আমি আল্লাহর শুকরিয়া করি যে কেউ জানে না তারা খ্রিস্টান, কিংবা আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। আমার বিয়ের বিষয়টি গোপন—এখন শুধু আমরা তিনজন জানি। আর বহু বছর ধরে আমি স্ত্রী ও সন্তানকে মানুষের কাছ থেকে আলাদা একটি ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। না... তাদের ভয় নেই... এর আগেও অনেক হত্যাযজ্ঞ হয়েছে, তবুও তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি|

Page-13

يَمْلِيخَا: ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الْمَسِيحِ.

ইমলিখা: এটা মসীহের অনুগ্রহের কারণে হয়েছে।

مَرْنُوشُ: قُلْ هُوَ سُوءُ الْمُصَادَفَةِ أَنْ يَظْهَرَ سِرُّنَا لِلْمَلِكِ، وَلَا يَمْضِ يَوْمَانِ عَلَى أَمْرِهِ بِذَبْحِ الْمَسِيحِيِّينَ.

মারনূশ: বলো, এটা দুর্ভাগ্যজনক কাকতালীয় যে আমাদের গোপন বিষয় রাজার কাছে প্রকাশ হয়ে গেল, আর দুই দিনও না যেতেই সে খ্রিস্টানদের হত্যা করার আদেশ দিল।

يَمْلِيخَا: نَعَمْ، إِنِّي أَتَخَيَّلُ مَبْلَغَ غَضَبِهِ.

ইমলিখা: হ্যাঁ, আমি তার রাগের পরিমাণ কল্পনা করতে পারছি।

مَرْنُوشُ: قِيلَ إِنَّهُ جَعَلَ يَجْأَرُ، وَالرِّسَالَةُ فِي يَدِهِ يَتْلُوهَا ضَاحِكًا ضَحِكَاتٍ مُخِيفَةً، وَنَادَى ابْنَتَهُ، وَأَطْلَعَهَا عَلَيْهَا وَهُوَ يَصِيحُ بِمَنْ حَوْلَهُ: أَعِدُّوا أَقْفَاصَ السِّبَاعِ الضَّارِيَةِ، فَلَسَوْفَ نُقَدِّمُ لَهَا وَلِيمَةً لَا تَنْسَاهَا.

মারনূশ: বলা হয়, সে চিৎকার করতে লাগল, হাতে চিঠি নিয়ে ভয়ংকরভাবে হাসতে হাসতে তা পড়ছিল। তারপর মেয়েকে ডাকল এবং তাকে দেখিয়ে চারপাশের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল— হিংস্র পশুদের খাঁচা প্রস্তুত করো, আমরা তাদের এমন ভোজ দেব যা সে কখনও ভুলবে না।

يَمْلِيخَا: يَا لَلْهَوْلِ..!
ইমলিখা: হায়, কী ভয়ংকর!

مَرْنُوشُ: لَوْ لَمْ تَتَسَلَّ الْأَمِيرَةُ بْرِيسْكَا إِلَى بَابِ الْقَصْرِ تَنْتَظِرُ أَوْبَتَنَا مِنْ صَلَاةِ الْفِصْحِ لِتَدْعُونَا إِلَى الْفِرَارِ...
মারনূশ: যদি রাজকুমারী প্রিসকা গোপনে প্রাসাদের দরজায় এসে আমাদের ইস্টারের প্রার্থনা থেকে ফেরার অপেক্ষা না করত, আমাদের পালিয়ে যেতে বলার জন্য...

يَمْلِيخَا: هُوَ الْمَسِيحُ شَاءَ لَكُمَا النَّجَاةَ.
ইমলিখা: মসীহই তোমাদের জন্য মুক্তি চেয়েছেন।

مَرْنُوشُ: نَعَمْ.. وَلَكِنْ أَيَّةُ نَجَاةٍ هَذِهِ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي وَوَلَدِي؟ آه، كُلَّمَا أَذْكُرُ ابْنِي يَنْهَضُ هَذَا الصَّبَاحَ وَلَا أُقَبِّلُهُ.
মারনূশ: হ্যাঁ... কিন্তু এটা কেমন মুক্তি, যা আমাকে আমার স্ত্রী ও সন্তানের থেকে আলাদা করে দিল? আহ! যখনই মনে হয় আজ সকালে আমার ছেলে জেগে উঠবে আর আমি তাকে চুমু দিতে পারব না...

يَمْلِيخَا: كَمْ تُحِبُّ أَهْلَكَ!
ইমলিখা: আপনি আপনার পরিবারকে কত ভালোবাসেন!

مَرْنُوشُ: إِنِّي إِنَّمَا أَحْيَا بِهِمَا وَلَهُمَا...
মারনূশ: আমি তো আসলে তাদের দ্বারাই বেঁচে আছি, আর তাদের জন্যই বেঁচে আছি...

يَمْلِيخَا: صَبْرًا! إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ.
ইমলিখা: ধৈর্য ধরুন! নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নিকটবর্তী।

مَرْنُوشُ: حَقِيقَةً، قُرْبُ السَّمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ تِلْكَ الرَّحْمَةُ الَّتِي لَا تُسْعِفُ إِلَّا مَنْ يَسْتَطِيعُ الِانْتِظَارَ.
মারনূশ: সত্যিই, আকাশ পৃথিবীর যত কাছে— সেই রহমতও ততটাই, যা কেবল তাদের সাহায্য করে যারা অপেক্ষা করতে পারে।

يَمْلِيخَا: لَا تَسْخَرْ.. إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ.
ইমলিখা: উপহাস করবেন না... নিশ্চয় আল্লাহ সত্য।

مَرْنُوشُ: لَا شَأْنَ اللَّهِ بِنَا هَا هُنَا. نَحْنُ اللَّذَانِ أَوْقَعْنَا بِأَنْفُسِنَا فِي التَّهْلُكَةِ.. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنِّي مَا أَوْقَعْتُ نَفْسِي.
মারনূশ: এখানে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। আমরাই নিজেদের এই বিপদে ফেলেছি... যদিও আমি নিজে নিজেকে এতে ফেলিনি।

يَمْلِيخَا: كُلُّ شَيْءٍ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ بِأَمْرِ اللَّهِ.
ইমলিখা: এই পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহর আদেশে ঘটে।

مَرْنُوشُ: إِلَّا مَا نَحْنُ فِيهِ.. فَقَدْ حَدَثَ بِفِعْلِ إِنْسَانٍ.
মারনূশ: শুধু আমরা যে অবস্থায় আছি তা ছাড়া... কারণ এটা মানুষের কাজের ফল।

يَمْلِيخَا (مُسْتَنْكِرًا): أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ! هَذَا كَلَامٌ لَا يَلْفِظُهُ مُؤْمِنٌ.
ইমলিখা (আপত্তি জানিয়ে): আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই! এ ধরনের কথা কোনো বিশ্বাসী উচ্চারণ করে না।

مِشْلِينِيَا يُحَاوِلُ النُّهُوضَ فَتُؤْلِمُهُ عَضَلَاتُهُ: آه!
মিশলিনিয়া উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার পেশিতে ব্যথা লাগে: আহ!
مَرْنُوشُ: إِلَى أَيْنَ؟
মারনূশ: কোথায় যাচ্ছ?
مِشْلِينِيَا: سَيَذْهَبُ هَذَا الْإِنْسَانُ كَيْ يُصْلِحَ فِعْلَتَهُ.
মিশলিনিয়া: এই মানুষটি (আমি) যাবে, যাতে নিজের ভুল সংশোধন করতে পারে।

مَرْنُوشُ: وَيْحَكَ، مَاذَا عَسَاكَ تَصْنَعُ؟
মারনূশ: আফসোস তোমার জন্য! তুমি আর কী করতে পারবে?

مِشْلِينِيَا: سَأَذْهَبُ إِلَى الْمَلِكِ تَوًّا وَأَقُولُ لَهُ إِنِّي جَنَيْتُ عَلَى مَرْنُوش ظُلْمًا، وَإِنَّ اسْمَهُ فِي الرِّسَالَةِ لَا يَعْنِي شَيْئًا.. وَهَا أَنَا ذَا أُقَدِّمُ حَيَاتِي.

মিশলিনিয়া: আমি এখনই রাজার কাছে যাব এবং বলব যে আমি মারনূশের প্রতি অন্যায় করেছি, আর চিঠিতে তার নামের কোনো অর্থ ছিল না… আর এই যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

مَرْنُوشُ: اقْعُدْ.. وَكَفَى هَذَرًا! قُلْ إِنَّكَ ذَاهِبٌ لِتَرَى حَبِيبَتَكَ.

মারনূশ: বসো… আর এসব অর্থহীন কথা বন্ধ করো! বলো যে তুমি তোমার প্রিয়জনকে দেখতে যেতে চাও।

مِشْلِينِيَا: وَا أَسَفَاهْ!

মিশলিনিয়া: হায় আফসোস!

مَرْنُوشُ: عَلَامَ تَأْسَفُ؟

মারনূশ: কিসের জন্য আফসোস করছ?

مِشْلِينِيَا: مَا كُنْتُ أَعْرِفُكَ سَيِّئَ النَّفْسِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ!

মিশলিনিয়া: আমি জানতাম না তুমি এতটা নেতিবাচক মনোভাবের মানুষ!

مَرْنُوشُ: كَفَى، اقْعُدْ، وَلَا تَكُنْ سَبَبًا فِي نَكْبَةٍ أُخْرَى. مَهْمَا تَقُلْ لِلْمَلِكِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُكَ، وَرُبَّمَا حَمَلَكَ بِالْإِرْهَابِ وَالتَّعْذِيبِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِمَكَانِي.

মারনূশ: যথেষ্ট, বসে পড়ো, আর আরেকটি বিপদের কারণ হয়ো না। তুমি রাজাকে যা-ই বলো, সে তোমাকে বিশ্বাস করবে না। বরং ভয় দেখিয়ে ও নির্যাতন করে আমার অবস্থান বের করার চেষ্টা করবে।

مِشْلِينِيَا (يَعُودُ إِلَى الْقُعُودِ فِي قُنُوطٍ): يَا إِلَهِي! مَاذَا أَسْتَطِيعُ لَكَ إِذَنْ؟
মিশলিনিয়া (হতাশ হয়ে আবার বসে): হে আমার প্রভু! তাহলে আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

يَمْلِيخَا: دَعِ الْأَمْرَ لِلْمَسِيحِ.
ইমলিখা: বিষয়টি মসীহের উপর ছেড়ে দাও।

مِشْلِينِيَا: لَيْتَ الْمَسِيحَ يَعْلَمُ بِمَا يُوَقِّرُ ضَمِيرِي.
মিশলিনিয়া: ইশ, মসীহ যদি জানতেন কী বোঝা আমার বিবেককে ভারী করে রেখেছে।

يَمْلِيخَا: أَوَتَشُكُّ فِي أَنَّهُ يَعْلَمُ؟! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. أَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، وَأَنَّهُ سَيُخَفِّفُ عَنْكَ.
ইমলিখা: তুমি কি সন্দেহ করো যে তিনি জানেন?! আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আমি বিশ্বাস করি তিনি জানেন এবং তিনি তোমার কষ্ট কমিয়ে দেবেন।

مِشْلِينِيَا: مَتَى؟
মিশলিনিয়া: কবে?

يَمْلِيخَا: مَتَى؟ اللَّهُمَّ رَحْمَاكَ، إِنَّا لَا نَمْلِكُ حَقَّ سُؤَالٍ كَهَذَا. إِنَّمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْتَقِدَ.
ইমলিখা: কবে? হে আল্লাহ, রহম করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের শুধু বিশ্বাস রাখা উচিত।

مِشْلِينِيَا: إِنِّي أُعْجَبُ بِإِيمَانِكَ يَا يَمْلِيخَا.
মিশলিনিয়া: ইমলিখা, আমি তোমার ঈমান দেখে মুগ্ধ।

يَمْلِيخَا: إِنِّي أُؤْمِنُ بِالْمَسِيحِ لِأَنَّهُ حَقٌّ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْبَشَرِيَّةُ قَدْ بَذَلَتْ أَرْوَاحَهَا وَسَفَكَتْ دِمَاءَهَا مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَيْرِ الْحَقِّ.
ইমলিখা: আমি মসীহের প্রতি ঈমান রাখি, কারণ তিনি সত্য। আর এটা হতে পারে না যে এত মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে এবং রক্ত ঝরিয়েছে কোনো অসত্য বিষয়ের জন্য।

مِشْلِينِيَا: أَوُلِدْتَ مَسِيحِيًّا، أَمِ اعْتَنَقْتَ الدِّينَ عَلَى كِبَرٍ؟
মিশলিনিয়া: তুমি কি জন্ম থেকেই খ্রিস্টান, নাকি বড় হয়ে এই ধর্ম গ্রহণ করেছ?

يَمْلِيخَا: بَلْ وُلِدْتُ مَسِيحِيًّا..
ইমলিখা: না, আমি জন্ম থেকেই খ্রিস্টান।

مِشْلِينِيَا: مِثْلِي إِذَنْ.
মিশলিনিয়া: তাহলে আমার মতোই।

يَمْلِيخَا: نَعَمْ. وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ الْحَقِيقِيَّ، إِيمَانَ الْيَقِينِ وَالِاقْتِنَاعِ، لَمْ يُضِئْ كُلَّ نَفْسِي إِلَّا مِنْ يَوْمِ أَنْ سَمِعْتُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ يَتَكَلَّمُ تَحْتَ أَسْوَارِ طَرْسُوسَ.
ইমলিখা: হ্যাঁ। কিন্তু প্রকৃত ঈমান—দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধির ঈমান—আমার পুরো সত্তাকে আলোকিত করেনি, যতক্ষণ না আমি তারসুসের দেয়ালের নিচে সেই সন্ন্যাসীর কথা শুনেছিলাম।

مِشْلِينِيَا: أَيُّ رَاهِبٍ؟
মিশলিনিয়া: কোন সন্ন্যাসী?

يَمْلِيخَا: كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ إِذْ بَلَغْتُ الثَّلَاثِينَ. وَمَا كُنْتُ بَعْدُ أُفَكِّرُ فِي غَيْرِ غَنَمِي. وَكُنْتُ أَدِينُ بِالْمَسِيحِيَّةِ اسْمًا بِحُكْمِ الْوِرَاثَةِ وَحْدَهَا لَا عَنْ شُعُورٍ وَاقْتِنَاعٍ، حَتَّى كَانَ يَوْمٌ ذَهَبْتُ فِيهِ إِلَى مَدِينَةِ طَرْسُوسَ فِي بَعْضِ شَأْنِي، فَلَمَحْتُ خَارِجَ أَسْوَارِهَا رَاهِبًا يَتَكَلَّمُ فِي جَمْعٍ صَغِيرٍ تُخْفِيهِ عَنِ الْأَعْيُنِ خَرَائِبُ قَدِيمَةٌ وَأَحْجَارٌ، فَاقْتَرَبْتُ وَطَفِقْتُ أُصْغِي، وَإِذَا بِي كَأَنِّي انْقَلَبْتُ إِنْسَانًا آخَرَ، وَكَأَنَّ عَيْنَيَّ تَرَيَانِ مَا كَانَتَا عَنْهُ غَافِلَتَيْنِ.
ইমলিখা: এটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা, যখন আমার বয়স ত্রিশ হয়েছিল। তখন আমি আমার ভেড়া ছাড়া আর কিছু ভাবতাম না। আমি শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে নামমাত্র খ্রিস্টান ছিলাম, অনুভূতি বা বিশ্বাস থেকে নয়। একদিন কোনো কাজে তারসুস শহরে গেলাম। শহরের

দেয়ালের বাইরে দেখলাম এক সন্ন্যাসী কিছু মানুষের সামনে কথা বলছে; পুরোনো ধ্বংসাবশেষ ও পাথর তাদের আড়াল করে রেখেছিল। আমি কাছে গিয়ে শুনতে শুরু করলাম। তখন মনে হলো আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আর আমার চোখ এমন কিছু দেখতে শুরু করেছে যা আগে দেখত না।

Page-15

مِشْلِينِيَا: مَاذَا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الرَّاهِبُ؟

মিশলিনিয়া: সেই সন্ন্যাসী কী বলছিল?

يَمْلِيخَا: لَسْتُ أَذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ، لَكِنِّي لَنْ أَنْسَى مَا شَعَرْتُ بِهِ إِذْ ذَاكَ؛ إِحْسَاسٌ لَمْ يَعْتَرِنِي فِي حَيَاتِي مِنْ قَبْلُ إِلَّا مَرَّةً؛ إِذْ كُنْتُ أَهْبِطُ الْجَبَلَ سَاعَةَ غُرُوبٍ، فَأَشْرَفْتُ عَلَى مَنْظَرٍ بِالْخَلَاءِ لَمْ أَرَ أَجْمَلَ مِنْهُ، فَلَبِثْتُ لَيْلَتِي أُفَكِّرُ وَأَسْتَذْكِرُ أَيْنَ رَأَيْتُ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ قَبْلُ، أَفِي الطُّفُولَةِ، أَمْ فِي الْأَحْلَامِ، أَمْ قَبْلَ أَنْ أُولَدَ؟!

ইমলিখা: তিনি কী বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। কিন্তু তখন আমি যা অনুভব করেছিলাম তা কখনো ভুলব না। জীবনে আগে মাত্র একবার এমন অনুভূতি হয়েছিল—একদিন সূর্যাস্তের সময় পাহাড় থেকে নামছিলাম, তখন এমন এক দৃশ্য দেখেছিলাম যার চেয়ে সুন্দর কিছু আগে দেখিনি। সারা রাত ভাবলাম—আমি এই দৃশ্য আগে কোথায় দেখেছি? শৈশবে? স্বপ্নে? নাকি জন্মের আগেই?

إِنَّ هَذَا الْجَمَالَ عَلَى غَرَابَتِهِ لَيْسَ مَجْهُولًا عِنْدِي، وَقُمْتُ فِي الْفَجْرِ فَذَكَرْتُ صُورَةَ الْبَارِحَةِ، وَفَجْأَةً بَرَقَتْ فِي رَأْسِي فِكْرَةٌ: هَذَا الْجَمَالُ كَانَ مَوْجُودًا دَائِمًا مُنْذُ الْأَزَلِ، مُنْذُ وُجِدَتِ الْخَلِيقَةُ.

এই সৌন্দর্য অদ্ভুত হলেও আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। ভোরে উঠে হঠাৎ মনে হলো—এই সৌন্দর্য তো সবসময় ছিল, সৃষ্টি জগতের শুরু থেকেই।

هَذَا الْإِحْسَاسُ بِعَيْنِهِ هُوَ مَا شَعَرْتُ بِهِ وَأَنَا أُصْغِي إِلَى الرَّاهِبِ. إِنَّ كَلَامَهُ الَّذِي أَسْمَعُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ لَيْسَ، مَعَ ذَلِكَ، جَدِيدًا عِنْدِي. أَيْنَ سَمِعْتُهُ وَمَتَى؟ أَفِي الطُّفُولَةِ؟ أَفِي الْحُلْمِ؟ أَقَبْلَ أَنْ وُلِدْتُ؟ وَتَوَلَّدَتْ فِي نَفْسِي عَقِيدَةٌ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ هُوَ الْحَقُّ؛ إِذْ لَا أَتَصَوَّرُ بَدْءَ الْوُجُودِ بِدُونِهِ وَلَا انْتِهَاءَهُ بِدُونِهِ...

ঠিক এই অনুভূতিটাই হয়েছিল সন্ন্যাসীর কথা শুনতে শুনতে। কথাগুলো প্রথমবার শুনলেও মনে হচ্ছিল এগুলো নতুন নয়। কোথায় শুনেছি? কবে শুনেছি? শৈশবে? স্বপ্নে? জন্মের আগে? তখন আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল—এই কথাই সত্য; কারণ আমি এর ছাড়া সৃষ্টির শুরু বা শেষ কল্পনা করতে পারি না।

مِشْلِينِيَا (فِي شِبْهِ دَهْشَةٍ): مَرْنُوشُ، أَسَامِعٌ؟

মিশলিনিয়া (আশ্চর্য হয়ে): মারনূশ, শুনছ?

مَرْنُوشُ: نَعَمْ.

মারনূশ: হ্যাঁ।

مِشْلِينِيَا: مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟

মিশলিনিয়া: এ বিষয়ে তুমি কী বলো?

مَرْنُوشُ: أَقُولُ إِنَّ هَذَا الرَّاعِي يَتَكَلَّمُ هَرَاءً، وَلَا أَفْهَمُ مَا يَقُولُ.

মারনূশ: আমি বলি, এই রাখাল অর্থহীন কথা বলছে, আমি কিছুই বুঝছি না।

مِشْلِينِيَا: أَنْتَ لَا تَفْهَمُ شَيْئًا سِوَى أَنَّكَ غِبْتَ لَيْلَةً عَنْ امْرَأَتِكَ وَوَلَدِكَ.

মিশলিনিয়া: তুমি কিছুই বোঝো না, শুধু এটুকু বোঝো যে তুমি এক রাত স্ত্রী ও সন্তানের কাছ থেকে দূরে আছ।

مَرْنُوشُ (فِي شِبْهِ تَهَكُّمٍ): وَأَنْتَ مَاذَا فَهِمْتَ مِنْهُ؟!

মারনূশ (ব্যঙ্গের সুরে): আর তুমি কী বুঝলে?

مِشْلِينِيَا: فَهِمْتُ أَنَّنَا بَعِيدَانِ عَنِ اللَّهِ، وَأَنَّ قَلْبَيْنَا مَشْغُولَانِ بِغَيْرِ اللَّهِ.

মিশলিনিয়া: আমি বুঝলাম আমরা আল্লাহ থেকে দূরে, আর আমাদের হৃদয় অন্য কিছুর মধ্যে ব্যস্ত।

مَرْنُوشُ: وَأَيُّ بَأْسٍ فِي ذَلِكَ؟

মারনূশ: এতে সমস্যা কী?

يَمْلِيخَا (مُسْتَنْكِرًا): اللَّهُمَّ رَحْمَاكَ.

ইমলিখা (অসন্তোষে): হে আল্লাহ, রহম করুন।

(يَنْهَضُ)

(সে উঠে দাঁড়ায়)

مَرْنُوشُ: إِلَى أَيْنَ أَيُّهَا الرَّاعِي الْمُتَنَسِّكُ؟

মারনূশ: কোথায় যাচ্ছ, হে সাধুস্বভাব রাখাল?

يَمْلِيخَا (فِي تَرَدُّدٍ): إِلَى... إِلَى... إِنِّي أَحِسُّ الْجُوعَ. أَلَا أَذْهَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ تَحْتَ سِتْرِ الظَّلَامِ أُحْضِرْ طَعَامًا لَكُمَا وَلِي؟

ইমলিখা (দ্বিধায়): আমি··· আমি ক্ষুধা অনুভব করছি। আমি কি অন্ধকারের আড়ালে শহরে গিয়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসব?

مَرْنُوشُ (فِي ارْتِيَابٍ): وَهَلْ سَتَعُودُ إِلَيْنَا؟

মারনূশ (সন্দেহভরে): তুমি কি আবার ফিরে আসবে?

يَمْلِيخَا: إِنِّي أَتْرُكُ قِطْمِيرًا هُنَا.

ইমলিখা: আমি কিতমীরকে এখানে রেখে যাচ্ছি।

مَرْنُوشُ (يُشِيرُ إِلَى الْكَلْبِ فِي دَهْشَةٍ): انْظُرْ.. انْظُرْ هَا هُوَ ذَا يَنْهَضُ! عَجَبًا، أَتَرَى شَبَحَهُ كَيْفَ يَتَلَوَّى فِي الظَّلَامِ؟ وَكَيْفَ يَتَمَطَّى؟! يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَامَ فِي هَذَا الْكَهْفِ يَصْحُو وَكَأَنَّ أَعْضَاءَهُ مُتَكَسِّرَةٌ.

মারনূশ (অবাক হয়ে কুকুরের দিকে ইশারা করে): দেখো… দেখো, ও উঠে দাঁড়াচ্ছে! আশ্চর্য, দেখছ তার ছায়া কীভাবে অন্ধকারে নড়ছে? কীভাবে শরীর টানছে? মনে হচ্ছে এই গুহায় যে-ই ঘুমায়, সে এমনভাবে জাগে যেন তার শরীরের অঙ্গগুলো ভেঙে গেছে।

(لَحْظَةٌ)

(কিছুক্ষণ নীরবতা)

صَدَقْتَ يَا يَمْلِيخَا، يَنْبَغِي أَنْ تَشْتَرِيَ لَنَا طَعَامًا. لَقَدْ ذَكَّرْتَنَا بِالْجُوعِ، إِنِّي أَحِسُّ كَأَنَّ مَعِدَتِي خَاوِيَةٌ خَالِيَةٌ حَتَّى مِنَ الْهَوَاءِ. وَأَنْتَ يَا مِشْلِينِيَا أَلَسْتَ جَوْعَانَ؟

মারনূশ: তুমি ঠিক বলেছ, ইমলিখা। আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসা উচিত। তুমি আমাদের ক্ষুধার কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে পেট একদম খালি—এমনকি বাতাসও নেই। আর তুমি মিশলিনিয়া, তোমার কি ক্ষুধা লাগেনি?

(مِشْلِينِيَا لَا يُجِيبُ)

(মিশলিনিয়া উত্তর দেয় না)

أَلَا تُجِيبُ؟ لَعَلَّكَ مَشْغُولٌ حَتَّى عَنِ الْجُوعِ.

উত্তর দিচ্ছ না? হয়তো তুমি এতটাই চিন্তায় আছ যে ক্ষুধার কথাও ভুলে গেছ।

(بَعْدَ لَحْظَةٍ) يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَسْتُ جَوْعَانَ كَمَا يَنْبَغِي، إِنِّي أَحِسُّ كَأَنَّ عَضَلَاتِ بَطْنِي قَدْ صَدِئَتْ أَوْ نَامَتْ هِيَ الْأُخْرَى وَتَحْتَاجُ إِلَى مُنَبِّهٍ. يَمْلِيخَا، كَمْ تُحْسِنُ صُنْعًا لَوِ اشْتَرَيْتَ لَنَا مَا يُحَرِّكُ شَهْوَتَنَا لِلطَّعَامِ. هَلْ مَعَكَ نُقُودٌ؟

(কিছুক্ষণ পরে) আমার মনে হচ্ছে আমার তেমন ক্ষুধা নেই যেমন হওয়ার কথা। মনে হচ্ছে পেটের পেশিগুলোও যেন মরিচা পড়ে গেছে বা ঘুমিয়ে আছে, এগুলোকে জাগাতে কিছু

দরকার। ইমলিখা, তুমি যদি এমন কিছু কিনে আনতে যা আমাদের খাওয়ার ইচ্ছা বাড়ায়, তাহলে ভালো হতো। তোমার কাছে কি টাকা আছে?

Page-16

يَمْلِيخَا مَعِي.

(ইমলিখা আমার সাথে আছে।)

مَرْنُوش (وَهُوَ يَدُسُّ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ): بَلِ انْتَظِرْ، كَانَتْ مَعِي أَمْسِ فِيمَا أَذْكُرُ دَرَاهِمُ مِنَ الْفِضَّةِ. إِنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِي جَيْبِي، خُذْ...

(মারনুশ [পকেটে হাত ঢুকিয়ে]: বরং অপেক্ষা করো, আমার মনে পড়ে গতকাল আমার কাছে কিছু রৌপ্যমুদ্রা ছিল। সেগুলো এখনো আমার পকেটে আছে, নাও...)

يَمْلِيخَا يَأْخُذُ مِنْهُ النُّقُودَ وَيَخْرُجُ.

(ইমলিখা তার কাছ থেকে টাকাগুলো নিল এবং বেরিয়ে গেল।)

مِشْلِينِيَا: أَتَدْرِي يَا مَرْنُوشُ مَا يَجُولُ بِرَأْسِ هَذَا الرَّاعِي الْآنَ؟

(মিশলিনিয়া: তুমি কি জানো হে মারনুশ, এই রাখালের মাথায় এখন কী ঘুরছে?)

مَرْنُوشُ: مَاذَا؟

(মারনুশ: কী?)

مِشْلِينِيَا: أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَسْرَعَ إِلَى مُغَادَرَةِ الْمَكَانِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُطِقْ سَمَاعَ كَلَامِكَ؟

(মিশলিনিয়া: তুমি কি দেখছ না যে, সে দ্রুত স্থানটি ত্যাগ করল, কারণ তোমার কথা শোনার ধৈর্য তার ছিল না?)

مَرْنُوشُ: حَسَنًا فَعَلَ.

(মারনুশ: সে ভালোই করেছে।)

مِشْلِينِيَا: نَعَمْ. وَلَعَلَّهُ أَصَابَ فِي رَأْيِهِ. أَنَا أَيْضًا أَشُكُّ...

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ। সম্ভবত সে তার বিচারে সঠিক ছিল। আমিও সন্দেহ করছি...)

مَرْنُوشُ: فِيمَ تَشُكُّ؟

(মারনুশ: কিসে সন্দেহ করছ?)

مِشْلِينِيَا: حُبُّنَا لِأَنْفُسِنَا أَقْوَى مِنْ حُبِّنَا لِلهِ. وَأَكَادُ أَرَى أَنَّا لَا نَثِقُ بِاللهِ كَثِيرًا!

(মিশলিনিয়া: আমাদের নিজেদের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে প্রবল। এবং আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আমরা আল্লাহকে খুব একটা ভরসা করি না!)

مَرْنُوشُ: أَلَمْ نُصَلِّ لَهُ؟

(মারনুশ: আমরা কি তাঁর কাছে প্রার্থনা করিনি?)

.مِشْلِينِيَا: نَعَمْ، كَيْ تَسْأَلَهُ الْخَيْرَ لِامْرَأَتِكَ وَوَلَدِكَ

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ, যাতে তুমি তাঁর কাছে তোমার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করতে পারো।)

.مَرْنُوشُ: وَأَنْتَ لِبْرِيسْكَا

(মারনুশ: আর তুমি ব্রিসকার জন্য।)

مِشْلِينِيَا: كُنَّا نُصَلِّي لَهُ عَلَى الْأَقَلِّ.. وَلَكِنْ مِنْ حِينَ جِئْنَا الْكَهْفَ، فَنَحْنُ لَا نُفَكِّرُ فِي غَيْرِ مَنْ... (مُسْتَدْرِكًا) فَأَنْتَ لَا تُفَكِّرُ فِي غَيْرِ مَنْ تُحِبُّ. إِذَنْ أَنْتَ نَاقِمٌ عَلَيَّ وَعَلَى اللهِ وَالْمَسِيحِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ سَبَّبَ لَكَ الْفِرَاقَ. فَلْتَنْقِمْ عَلَيَّ يَا مَرْنُوشُ وَلَا بَأْسَ، أَمَّا اللهُ وَالْمَسِيحُ...

(মিশলিনিয়া: আমরা অন্তত তাঁর কাছে প্রার্থনা করতাম... কিন্তু যখন থেকে আমরা এই গুহায় এসেছি, আমরা সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো কথা ভাবছি না... [সংশোধন করে] আসলে তুমি যাকে ভালোবাসো সে ছাড়া আর কারো কথা ভাবছ না। তাহলে তুমি আমার ওপর, আল্লাহর ওপর, মসিহের ওপর এবং যার কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছে তার ওপর ক্ষুব্ধ। আমার ওপর ক্ষুব্ধ হও মারনুশ, তাতে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু আল্লাহ ও মসিহ [তাদের নিয়ে নয়]...)

مَرْنُوشُ: لَسْتُ نَاقِمًا عَلَيْكَ يَا مِشْلِينِيَا وَلَا عَلَى اللهِ وَالْمَسِيحِ.. لِأَنِّي لَسْتُ أُفَكِّرُ فِي أَيِّكُمُ الْآنَ.

(মারনুশ: আমি তোমার ওপর ক্ষুব্ধ নই হে মিশলিনিয়া, আল্লাহর ওপরও নই, মসিহের ওপরও নই... কারণ আমি এখন তোমাদের কারো কথাই ভাবছি না।)

.مِشْلِينِيَا: أَرَأَيْتَ؟ هَذَا عَيْنُ مَا أُرِيدُ قَوْلَهُ. إِنَّا لَا نُفَكِّرُ فِي اللهِ

(মিশলিনিয়া: দেখলে তো? আমি ঠিক এটাই বলতে চেয়েছিলাম। আমরা আল্লাহর কথা ভাবছি না।)

مَرْنُوشُ: مِشْلِينِيَا! أَتُصْغِي إِلَيَّ؟

(মারনুশ: মিশলিনিয়া! তুমি কি আমার কথা শুনছ?)

Page-17

.مِشْلِينِيَا: نَعَمْ

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ।)

!مَرْنُوشُ: إِنَّ اللهَ وَقَدْ خَلَقَ لَنَا قُلُوبًا، قَدْ نَزَلَ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ عَلَيْنَا

(মারনুশ: আল্লাহ আমাদের হৃদয় সৃষ্টি করেছেন বলেই হয়তো আমাদের ওপর তাঁর কিছু হক বা অধিকার তিনি শিথিল করেছেন!)

مِشْلِينِيَا (بَعْدَ تَفْكِيرٍ يَصِيحُ فِي فَرَحٍ): قَدْ تَكُونُ صَادِقًا فِي هَذَا يَا مَرْنُوشُ.. (فِي شَكٍّ)

(মিশলিনিয়া [কিছুক্ষণ চিন্তার পর আনন্দের সাথে চিৎকার করে বলল]: এই ব্যাপারে তুমি হয়তো সত্যই বলেছ মারনুশ... [সন্দেহের সাথে])

مَرْنُوشُ: مَاذَا؟

(মারনুশ: কী?)

مِشْلِينِيَا: الرَّاعِي، هَذَا الرَّاعِي الَّذِي نَبَّهَنَا إِلَى اللهِ الْآنَ. أَلَا تَرَى كَيْفَ يَذْكُرُهُ !وَالْمَسِيحَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؟

(মিশলিনিয়া: সেই রাখাল, এই যে রাখালটা, যে এইমাত্র আমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তুমি কি দেখছ না সে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ ও মসিহের নাম কীভাবে জপছে?!)

.مَرْنُوشُ: إِنَّ صَاحِبَكَ الرَّاعِيَ لَخَلِيٌّ. فَمَا يَضِيرُهُ أَنْ يَمْنَحَ قَلْبَهُ كُلَّهُ لِلهِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ

(মারনুশ: তোমার ওই রাখাল সঙ্গীটি তো চিন্তামুক্ত। সে তার হৃদয় আল্লাহকে দিক বা শয়তানকে—এতে তার কী-ই বা ক্ষতি হচ্ছে?)

مِشْلِينِيَا (فِي تَأَمُّلٍ أَوْ كَمَنْ يُقْنِعُ نَفْسَهُ): أَصَبْتَ.

(মিশলিনিয়া [গভীর চিন্তায় বা নিজেকে বোঝানোর ভঙ্গিতে]: ঠিকই বলেছ।)

(.صَمْتٌ)

(নীরবতা।)

مَرْنُوشُ (فَجْأَةً): ذَهَبَ يَمْلِيخَا الرَّاعِي؟

(মারনুশ [হঠাৎ]: ইমলিখা রাখালটি কি চলে গেল?)

مِشْلِينِيَا: مَاذَا تُرِيدُ مِنْهُ؟

(মিশলিনিয়া: তুমি তার কাছে কী চাও?)

مَرْنُوشُ: لَوْ أَنِّي وَجَّهْتُهُ إِلَى بَيْتِي، فِي طَرِيقِهِ يَرَى زَوْجِي وَوَلَدِي وَيُنَبِّئُهُمَا بِخَبَرِي وَبِقُرْبِ أَوْبَتِي؟

(মারনুশ: যদি আমি তাকে আমার বাড়ির দিকে পাঠাতাম, সে পথিমধ্যে আমার স্ত্রী ও সন্তানকে দেখে আসত এবং আমার অবস্থা ও আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষার কথা তাদের জানাত?)

مِشْلِينِيَا: إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَنْزِلَكَ. مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتُ أَنَا؟ إِنَّ مَرْآيَ وَحْدَهُ قَدْ يَمْلَؤُهُمَا اطْمِئْنَانًا.

(মিশলিনিয়া: সে তো তোমার বাসা চেনে না। আমি যদি যেতাম তাহলে কেমন হতো? আমার উপস্থিতিই তাদের মনকে প্রশান্তিতে ভরে দিত।)

مَرْنُوشُ (فِي تَرَدُّدٍ): أَخْشَى أَنْ تَرْتَكِبَ غَلْطَةً فَتُفْسِدَ عَلَيْنَا الْأَمْرَ.

(মারনুশ [দ্বিধাগ্রস্তভাবে]: আমি ভয় পাচ্ছি, তুমি কোনো ভুল করে বসবে আর আমাদের পুরো পরিকল্পনাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।)

مِشْلِينِيَا: لَا تَخْشَ شَيْئًا.

(মিশলিনিয়া: কোনো কিছুতেই ভয় পেয়ো না।)

مَرْنُوشُ: آه، سَتَذْهَبُ طَبْعًا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حَيْثُ تَرَاهَا أَيُّهَا الْخَبِيثُ.

(মারনুশ: আহ, তুমি তো নিশ্চিতই তারপর সেখানে চলে যাবে যেখানে তাকে দেখা যায়, ওহে ধূর্ত!)

مِشْلِينِيَا: وَأَيُّ ضَرَرٍ فِي هَذَا؟ إِنَّهَا تَنْتَظِرُنِي هِيَ أَيْضًا، تَنْتَظِرُ مِنِّي خَبَرًا. أَتَذْكُرُ يَوْمَ وَقَفْتَ خَلْفَ الْبَابِ تَحْمِلُنَا عَلَى الْهَرَبِ؟ أَتَدْرِي مَا قَالَتْ لِي وَهِيَ تُوَدِّعُنِي وَأَنْتَ تَجْذِبُنِي مِنْ ذِرَاعِي تَسْتَعْجِلُنِي؟ لَقَدْ قَالَتْ إِنَّهَا سَتَرْقُبُنِي مِنْ نَافِذَتِهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

(মিশলিনিয়া: এতে ক্ষতি কী? সেও তো আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমার কাছ থেকে খবরের অপেক্ষায় আছে। মনে আছে সেই দিনের কথা, যেদিন তুমি দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের পালিয়ে যেতে বলেছিলে? তুমি কি জানো সে আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় কী

বলেছিল, যখন তুমি আমাকে হাত ধরে টেনে তাড়া দিচ্ছিলে? সে বলেছিল যে, সে তিন দিন পর ভোরের আলো ফোটার সময় জানালার কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।)

مَرْنُوشُ: وَهَلِ انْقَضَتْ بَعْدُ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ؟

(মারনুশ: তিন দিন কি তবে পার হয়ে গেছে?)

مِشْلِينِيَا: لَا بَأْسَ، أَذْهَبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَتَجَسَّسُ وَأَعُودُ.

(মিশলিনিয়া: তাতে কিছু আসে যায় না, আমি অন্তত একবার গিয়ে দেখে আসি, খোঁজ নিয়ে ফিরে আসব।)

مَرْنُوشُ: وَإِذَا لَمَحَكَ أَحَدٌ وَعَرَفَ مَنْ أَنْتَ؟

(মারনুশ: আর যদি কেউ তোমাকে দেখে ফেলে এবং চিনে ফেলে তুমি কে?)

مِشْلِينِيَا: لَا تَخَفْ، سَأَتَسَلَّلُ فِي الظَّلَامِ وَلَا أُرِي أَحَدًا وَجْهِي.

(মিশলিনিয়া: ভয় পেয়ো না, আমি অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে যাব এবং কাউকে আমার মুখ দেখাব না।)

مَرْنُوشُ (فِي عَزْمٍ وَقُوَّةٍ): كَلَّا. فِي خُرُوجِكَ خَطَرٌ.

(মারনুশ [দৃঢ়তার সাথে]: কখনোই না। তোমার বাইরে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ।)

Page-18

مِشْلِينِيَا (فِي غَيْظٍ كَظِيمٍ): أَتَأْبَى عَلَيَّ؟...

(মিশলিনিয়া [দমিত ক্রোধে]: তুমি কি আমার কথা মানবে না?)

مَرْنُوشُ: نَعَمْ.

(মারনুশ: হ্যাঁ।)

مِشْلِينِيَا: مَا أَشَدَّ أَثَرَتَكَ!

(মিশলিনিয়া: তুমি কতটা স্বার্থপর!)

مَرْنُوشُ: أَنَا؟!

(মারনুশ: আমি?!)

مِشْلِينِيَا: نَعَمْ أَنْتَ.

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ, তুমি।)

مَرْنُوشُ: يَا لَلْوَيْلِ! أَنَسِيتَ وَشِيكًا مَا كُنْتُ لَكَ دَائِمًا؟ وَمَا كُنْتُ لَكَ فِي حُبِّكَ هَذَا عَلَى الْأَخَصِّ؟!

(মারনুশ: কী দুর্ভাগ্য! তুমি কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে যে আমি তোমার জন্য সবসময় কেমন ছিলাম? বিশেষ করে তোমার এই প্রেমের ক্ষেত্রে আমি কী ছিলাম!)

مِشْلِينِيَا: إِنَّكَ الْيَوْمَ مَحَوْتَ كُلَّ شَيْءٍ طَيِّبٍ مِنْ ذَاكِرَتِي.

(মিশলিনিয়া: তুমি আজ আমার স্মৃতি থেকে সব ভালো কিছু মুছে দিয়েছ।)

مَرْنُوشُ: لِأَنِّي أَبْدَيْتُ بَعْضَ الْحَذَرِ مِنْ نَزَقِ مُحِبٍّ مِثْلِكَ؟

(মারনুশ: কারণ আমি তোমার মতো একজন অস্থির প্রেমিকের খামখেয়ালিপনার ব্যাপারে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করেছি?)

مِشْلِينِيَا: بَلْ لِأَنَّكَ لَا تُفَكِّرُ مُنْذُ جِئْنَا هُنَا إِلَّا فِي نَفْسِكَ وَفِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّضَكَ لِلْخَطَرِ.

(মিশলিনিয়া: বরং এই কারণে যে, এখানে আসার পর থেকে তুমি নিজের ছাড়া আর কারো কথা ভাবছ না, আর কী তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে তা ছাড়া আর কিছুই তোমার মাথায় নেই।)

مَرْنُوشُ: وَأَنْتَ لَا تُفَكِّرُ إِلَّا فِي الذَّهَابِ إِلَى مَنْ تُحِبُّ، وَلَوْ جَلَبْتَ عَلَى مَنْ مَعَكَ الْوَبَالَ. فَأَيُّنَا شَدِيدُ الْأَثَرَةِ؟!

(মারনুশ: আর তুমি তোমার প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার কথা ছাড়া কিছুই ভাবছ না, এমনকি যদি এতে তোমার সঙ্গীদের ওপর বিপদও নেমে আসে। তাহলে আমাদের মধ্যে কে বেশি স্বার্থপর?)

مِشْلِينِيَا: أَنْتَ.

(মিশলিনিয়া: তুমি।)

مَرْنُوشُ: أَنَا أَيْضًا؟ مَا أَعْمَى عَيْنَ الْمُحِبِّ وَمَا أَكْفَرَهُ!

(মারনুশ: আমিও? প্রেমিকের চোখ কতটা অন্ধ আর সে কতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে!)

مِشْلِينِيَا: قُلْ هَذَا لِنَفْسِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَقَلِّ.

(মিশলিনিয়া: অন্তত নিজেকেও একথাটা বলো।)

مَرْنُوشُ: إِنِّي أَرَى عُيُوبِي وَلَا أَكْفُرُ بِفَضْلِ إِنْسَانٍ.

(মারনুশ: আমি নিজের দোষগুলো দেখি এবং কারো উপকারের কথা ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞ হই না।)

مِشْلِينِيَا (فِي تَهَكُّمٍ): لَوْ أَنَّ الرَّاعِيَ هُنَا لَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ كَفَرْتَ عَلَى الْأَقَلِّ بِاللهِ وَالْمَسِيحِ.

(মিশলিনিয়া [কটাক্ষ করে]: সেই রাখাল যদি এখন এখানে থাকত, তবে সে তোমাকে বলত যে তুমি অন্তত আল্লাহ ও মসিহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ।)

مَرْنُوشُ: عَلَى الْأَقَلِّ؟

(মারনুশ: অন্তত?)

مِشْلِينِيَا: نَعَمْ. لِأَنِّي لَا أَوَدُّ أَنْ أُذَكِّرَكَ بِأَحَدٍ آخَرَ...

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ। কারণ আমি তোমাকে অন্য কারো কথা মনে করিয়ে দিতে চাই না...)

مَرْنُوشُ: إِنَّكَ لَفَتًى سَيِّئُ النَّفْسِ.

(মারনুশ: তুমি সত্যিই একজন হীনমনা যুবক।)

مِشْلِينِيَا: أَنَا؟!

(মিশলিনিয়া: আমি?!)

مَرْنُوشُ: نَعَمْ. إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكَ يَسْهُلُ مَحْوُ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ مِنْ ذَاكِرَتِي؛ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْسَى يَا مِشْلِينِيَا أَنَّكَ الْوَحِيدُ الَّذِي عَاوَنَنِي فِي زَوَاجِي الْخَفِيِّ.. وَلَازَمَنِي فِي كُلِّ ظُرُوفِي الْحَرِجَةِ الَّتِي مَرَّ بِهَا تَأْسِيسُ هَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمَخْبُوءَةِ.. إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْسَى أَنَّكَ كُنْتَ تَفْرِشُ مَعِي الْمَنْزِلَ وَتَحْمِلُ إِلَيْنَا عَلَى ذِرَاعَيْكَ لَيْلًا الْخُضَرَ وَالْفَاكِهَةَ إِذْ كُنَّا لَا نَأْتَمِنُ خَادِمًا وَلَا عَبْدًا عَلَى سِرِّنَا. وَلَا أَنْسَى يَوْمَ وُلِدَ ابْنِي أَنَّكَ جَعَلْتَ تَحُوكُ أَثْوَابَهُ الصَّغِيرَةَ وَقَلَانِسَهُ بِيَدِكَ قُبَيْلَ نُزُولِهِ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ... أَجَلْ، لَوْلَاكَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ...

(মারনুশ: হ্যাঁ। আমি তোমার মতো নই যে আমার স্মৃতি থেকে ভালো সব কিছু খুব সহজে মুছে ফেলা যায়; আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না মিশলিনিয়া, যে তুমিই ছিলে একমাত্র ব্যক্তি যে আমার গোপন বিয়েতে সাহায্য করেছিলে... আর আমার এই গোপন পরিবার গড়ার প্রতিটি সংকটাপন্ন মুহূর্তে আমার পাশে ছিলে। আমি ভুলতে পারি না যে, তুমি আমার সাথে ঘর গুছাতে সাহায্য করতে, রাতের আঁধারে নিজের হাতে আমাদের জন্য শাক-সবজি ও ফলমূল নিয়ে আসতে, কারণ আমরা আমাদের গোপন কথা কোনো চাকর বা গোলামের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম না। আর আমার ছেলের জন্মের দিনটির কথাও ভুলতে পারি না, যখন সে এই পৃথিবীতে আসার ঠিক আগেই তুমি নিজের হাতে তার ছোট ছোট কাপড় আর টুপি বুনছিলে... সত্যি, তুমি না থাকলে আমি হয়তো কিছুই করতে পারতাম না...)

مِشْلِينِيَا: لَا أُرِيدُ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. أُرِيدُ فَقَطْ أَنْ تَذْكُرَ أَنَّكَ الْيَوْمَ أَضَفْتَ إِلَى مَا أَنَا فِيهِ أَلَمَ وَخْزِ الضَّمِيرِ بِتَرْدِيدِكَ وَتَلْمِيحِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَنِّي سَبَبُ مُصِيبَتِكَ...

(মিশলিনিয়া: আমি চাই না তুমি এসবের কথা মনে করো। আমি শুধু চাই তুমি এটা মনে রাখো যে, তুমি আজ আমার বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বিবেক দংশনের বেদনাও যোগ করে দিলে—প্রতি মুহূর্তে এই বলে বা ইঙ্গিতে যে, আমিই নাকি তোমার সব মুসিবতের কারণ...)

Page-19

مَرْنُوشُ (فِي عَتَبٍ وَتَأْنِيبٍ): أَهَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ عَرَضْتُ فِيهَا نَفْسِي لِلْخَطَرِ مِنْ أَجْلِكَ؟ (مِشْلِينِيَا لَا يُجِيبُ) أَلَا تَعْتَرِفُ مَرَّةً بِمَا فِيكَ مِنْ عَيْبِ الْمُحِبِّينَ؟! الْعَمَى وَالْكُفْرُ وَالنِّسْيَانُ. أَنْتَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَقَلِّ قُلْ.

(মারনুশ [অভিমান ও তিরস্কারের সুরে]: আমি কি তোমার জন্য এই প্রথম নিজেকে বিপদে ফেললাম? (মিশলিনিয়া উত্তর দিল না) তুমি কি অন্তত একবার স্বীকার করবে না যে প্রেমিকের যে ত্রুটিগুলো থাকে তা তোমার মধ্যেও আছে?! অন্ধত্ব, অকৃতজ্ঞতা আর বিস্মৃতি। অন্তত এটুকু তো স্বীকার করো।)

مِشْلِينِيَا (يَهْدَأُ): أَعْتَرِفُ أَنَّكَ عَرَضْتَ نَفْسَكَ لِلْخَطَرِ مِنْ أَجْلِي حَقِيقَةً.

(মিশলিনিয়া [শান্ত হয়ে]: আমি স্বীকার করছি যে, তুমি সত্যি আমার জন্য নিজেকে বিপদে ফেলেছ।)

مَرْنُوشُ: وَإِذَنْ؟ أَفَلَا تَسْمَحُ لِي بِبَعْضِ التَّبَرُّمِ الْبَرِيءِ فِي سَاعَةِ ضِيقِي؟!

(মারনুশ: তাহলে? আমার এই সংকটের মুহূর্তে সামান্য অভিযোগটুকু করার অনুমতি কি আমাকে দেবে না?!)

مِشْلِينِيَا: وَأَنَا؟ مَتَى كَفَرْتُ بِكَ؟

(মিশলিনিয়া: আর আমি? আমি কখন তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হলাম?)

مَرْنُوشُ: إِنَّ الْحُبَّ لَيَبْتَلِعُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّدَاقَةَ وَحَتَّى الْإِيمَانَ.

(মারনুশ: প্রেম আসলে সবকিছু গ্রাস করে নেয়, এমনকি বন্ধুত্ব আর বিশ্বাসকেও।)

مِشْلِينِيَا: حَتَّى الْإِيمَانَ؟!

(মিশলিনিয়া: এমনকি বিশ্বাসকেও?!)

مَرْنُوشُ: لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ إِيمَانٌ أَقْوَى مِنْ كُلِّ إِيمَانٍ.

(মারনুশ: কারণ এটা নিজেই এমন এক বিশ্বাস যা অন্য সব বিশ্বাসের চেয়ে শক্তিশালী।)

مِشْلِينِيَا: أُدْرِكُ مَا تَعْنِي...

(মিশলিনিয়া: আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বোঝাতে চাইছ...)

مَرْنُوشُ: مَاذَا أَعْنِي؟

(মারনুশ: আমি কী বোঝাতে চাইছি?)

مِشْلِينِيَا: لَوْلَا امْرَأَتُكَ الْمَسِيحِيَّةُ لَمَا كُنْتَ اعْتَنَقْتَ دِينَ الْمَسِيحِ.. أَنْتَ الْوَثَنِيُّ الْمُؤْمِنُ بِالْوَثَنِيَّةِ وَسَاعِدُ دَقْيَانُوس الْأَيْمَنُ فِي مَذَابِحِهِ السَّابِقَةِ.

(মিশলিনিয়া: তোমার ওই খ্রিস্টান স্ত্রী না থাকলে তুমি কখনোই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে না... তুমি তো সেই পৌত্তলিক, যে মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিল এবং দাকইয়ানুসের পূর্বের হত্যাকাণ্ডগুলোতে তার ডান হাত হিসেবে কাজ করেছ।)

مَرْنُوشُ: وَلَوْلَاكَ أَنْتَ لَمَا اعْتَنَقَتِ الْأَمِيرَةُ بِرِيسْكَا دِينَ الْمَسِيحِ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ بِدِينِ أَبِيهَا دَقْيَانُوس.

(মারনুশ: আর তুমি না থাকলে রাজকুমারী ব্রিসকা কখনোই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করত না, অথচ সে তার বাবা দাকইয়ানুসের ধর্মের অনুসারী ছিল।)

مِشْلِينِيَا (يَكْتُمُ اغْتِبَاطَهُ): مَرْنُوشُ! أَتَرَاهَا حَقِيقَةً تَرَكَتْ دِينَهَا لِهَذَا السَّبَبِ؟

(মিশলিনিয়া [তার আনন্দ গোপন করে]: মারনুশ! তুমি কি সত্যিই মনে করো যে সে এই কারণেই তার ধর্ম ত্যাগ করেছে?)

مَرْنُوشُ: وَهَلْ فِي هَذَا شَكٌّ؟

(মারনুশ: এতে কি কোনো সন্দেহ আছে?)

مِشْلِينِيَا: أَنْتَ دَائِمًا تُفَهِّمُنِي ذَلِكَ.

(মিশলিনিয়া: তুমি সবসময় আমাকে সেটাই বুঝাতে চেয়েছ।)

مَرْنُوشُ: لِأَنَّكَ لَا تُرِيدُ أَنْ تَفْهَمَ أَيُّهَا الْأَحْمَقُ.

(মারনুশ: কারণ তুমি বুঝতে চাও না, ওহে মূর্খ।)

مِشْلِينِيَا (مُسْتَذْكِرًا فِي فَرَحٍ): نَعَمْ. إِنِّي لَنْ أَنْسَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي طَالَمَا حَدَّثْتُكَ عَنْهَا. لَيْلَةَ أَنْ كَانَتْ فِي ثِيَابٍ بَيْضَاءَ تَخْطِرُ فِي بَهْوِ الْأَعْمِدَةِ حَيْثُ مَوْعِدُنَا بَعْدَ سُكُونِ الْقَصْرِ. لَقَدْ قُلْتُ لَهَا وَقْتَئِذٍ فِي غَيْرِ حَذَرٍ: «إِنَّكِ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ» فَنَظَرَتْ إِلَيَّ دَهْشَةً وَسَأَلَتْ عَنْ مَعْنَى الْمَلَكِ، فَقُلْتُ لَهَا فِي ارْتِبَاكٍ: «هُوَ اسْمٌ فِي الْمَسِيحِيَّةِ لِمَخْلُوقَاتٍ أَسْمَى وَأَلْطَفَ مِنْ مَخْلُوقَاتِ الْأَرْضِ»، ثُمَّ صَمَتَتْ لَحْظَةً وَقُلْتُ لَهَا مُمَوِّهًا: «لَيْتَنِي كُنْتُ مَسِيحِيًّا!» فَقَالَتْ: «لِمَاذَا؟»، قُلْتُ: «حَتَّى أَسْتَطِيعَ أَنْ أَكُونَ خَطِيبَكِ

أَمَامَ اللهِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا عَقْدٌ مُقَدَّسٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا الْحِنْثَ بِهِ.» فَقَالَتْ: «أَهَذَا فِي الْمَسِيحِيَّةِ؟» وَصَمَتَتْ لَحْظَةً ثُمَّ قَالَتْ فِي سَذَاجَةٍ وَحَيَاءٍ: «لَيْتَنِي أَنَا أَيْضًا كُنْتُ مَسِيحِيَّةً.»

(মিশলিনিয়া [আনন্দের সাথে স্মৃতিচারণ করে]: হ্যাঁ। আমি সেই রাতটি কখনোই ভুলব না, যা নিয়ে আমি তোমার সাথে কতবার কথা বলেছি। সেই রাত, যখন সে সাদা পোশাকে প্রাসাদের স্তব্ধতার পর স্তম্ভের বারান্দায় আমাদের নির্ধারিত স্থানে পায়চারি করছিল। আমি তখন অসাবধানতাবশত তাকে বলেছিলাম: "তুমি স্বর্গের ফেরেশতাদের মতো একজন ফেরেশতা।" সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল এবং ফেরেশতার অর্থ জানতে চাইল। আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বললাম: "এটা খ্রিস্টধর্মের একটি নাম, এমন সব সৃষ্টির জন্য যারা পৃথিবীর সৃষ্টির চেয়েও উন্নত ও সুন্দর।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে কৌশল করে তাকে বললাম: "আমি যদি খ্রিস্টান হতাম!" সে জিজ্ঞেস করল, "কেন?" আমি বললাম: "যাতে আমি ঈশ্বরের সামনে তোমার বাগদত্তা হতে পারি, আর আমাদের মধ্যে এমন একটি পবিত্র বন্ধন তৈরি হয় যা কেউ ভাঙতে পারবে না।" সে বলল, "এটা কি খ্রিস্টধর্মে আছে?" সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে খুব সরলতা ও লাজুকতার সাথে বলল, "আমিও যদি খ্রিস্টান হতাম।")

مَرْنُوشُ: وَبَعْدَئِذٍ بِقَلِيلٍ كُنْتَ بِبَابِي كَالْمَجْنُونِ فَرَحًا.

(মারনুশ: আর কিছুক্ষণ পরই তুমি আনন্দের আতিশয্যে পাগলের মতো আমার দরজায় হাজির হয়েছিলে।)

Page-20

مِشْلِينِيَا: نَعَمْ. وَمِنْ فَوْرِكَ أَخَذْتَ تُفَكِّرُ لِي وَتُدَبِّرُ الْأُمُورَ...

(মিশলিনিয়া: হ্যাঁ। আর তুমি সাথে সাথেই আমার হয়ে চিন্তা করতে ও সব কিছু গুছিয়ে নিতে শুরু করলে...)

مَرْنُوشُ: وَكَانَ أَنْ ذَهَبْتُمَا سِرًّا إِلَى الرَّاهِبِ كَيْ يُدْخِلَهَا فِي الدِّينِ.

(মারনুশ: এবং তোমরা গোপনে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলে যাতে তিনি তাকে ধর্মে দীক্ষিত করেন।)

مِشْلِينِيَا: بِفَضْلِ رَأْيِكَ وَمَعُونَتِكَ. مَرْنُوشُ، حَقًّا لَسْتُ أَنْسَى حَرَجَ مَوْقِفِكَ يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ لَبِثْتَ بَعْدَ ذَهَابِنَا تَرْقُبُ عَوْدَتَنَا وَتَقُولُ لِدِقْيَانُوسَ، إِذْ يَسْأَلُ عَنِ ابْنَتِهِ، إِنَّهَا مَعَ وَصَائِفِهَا فِي الْحَمَّامِ، وَتَقُولُ لِوَصَائِفِهَا الْقَلِقَاتِ: «هِيَ عِنْدَ أَبِيهَا». أَجَلْ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَرْتَعِدُ

لِذِكْرَى شَيْءٍ مِثْلَمَا أَرْتَعِدُ لِذِكْرَى دِقْيَانُوسَ وَقَدْ فَاجَأَنِي مَرَّةً فِي بَهْوِ الْأَعْمِدَةِ أَنْتَظِرُ بِرِيسْكَا وَفِي يَدِي الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ. إِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ صَوْتَ الْمَلِكِ وَهُوَ يَقُولُ لِي وَأَنَا مِنَ الْهَلَعِ لَا أَعِي: «مَا هَذَا الْكِتَابُ بِيَدِكَ؟» وَهُنَا تَقَدَّمْتَ أَنْتَ يَا مَرْنُوشُ وَخَطَفْتَهُ مِنْ يَدِي وَقُلْتَ مُجِيبًا: «هَذَا كِتَابِي يَا مَوْلَايَ، نَسِيتُهُ فِي هَذَا الْبَهْوِ!» عِنْدَئِذٍ أَدْرَكْتُ أَنَّكَ مُسْتَعِدٌّ أَحْيَانًا لِلْهَلَاكِ مِنْ أَجْلِي.

(মিশলিনিয়া: তোমার পরামর্শ আর সহায়তার কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল। মারনুশ, সত্যি আমি সেই দিনের তোমার কঠিন পরিস্থিতির কথা ভুলতে পারি না; আমরা যাওয়ার পর তুমি আমাদের ফেরার অপেক্ষায় ছিলে। দাকইয়ানুস যখন তার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করত, তখন তুমি তাকে বলতে যে সে তার দাসীদের সাথে গোসলখানায় আছে, আর দাসীদের যখন সে উদ্বিগ্ন হতো, তুমি তাদের বলতে, "সে তার বাবার কাছে আছে।" হ্যাঁ, তবে কোনো স্মৃতির কথা ভেবে আমি এতটা কাঁপি না, যতটা কাঁপি দাকইয়ানুসের কথা মনে পড়লে। সে একবার স্তম্ভের বারান্দায় আমাকে চমকে দিয়েছিল, যখন আমি পবিত্র বাইবেল হাতে নিয়ে ব্রিসকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি এখনো সেই রাজার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল—আর আমি ভয়ের চোটে কিছু বুঝতে পারছিলাম না—"তোমার হাতে ওটা কী বই?" ঠিক তখন তুমি এগিয়ে এলে মারনুশ, আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে এবং উত্তর দিলে, "মহারাজ, এটা আমার বই, আমি এই বারান্দায় ফেলে গিয়েছিলাম!" তখনই বুঝেছিলাম, তুমি আমার জন্য মাঝে মাঝে ধ্বংসের মুখে পড়তে প্রস্তুত।)

مَرْنُوشُ: لَا مِنْ أَجْلِكِ، بَلْ مِنْ أَجْلِ مُحِبٍّ وَخَطِيبٍ أَرَدْتُ أَنْ أَحْفَظَهُ لِخَطِيبَتِهِ.

(মারনুশ: তোমার জন্য নয়, বরং একজন প্রেমিক ও বাগদত্তার জন্য—যাকে আমি তার বাগদত্তার জন্য রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।)

مِشْلِينِيَا: شُكْرًا لَكَ يَا مَرْنُوشُ.. لَكِنْ...

(মিশলিনিয়া: তোমাকে ধন্যবাদ মারনুশ... কিন্তু...)

مَرْنُوشُ: لَكِنْ مَاذَا؟

(মারনুশ: কিন্তু কী?)

مِشْلِينِيَا: لَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَا أَشْكُرُكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ الْيَوْمَ.

(মিশলিনিয়া: কিন্তু তা সত্ত্বেও, আজ তুমি যা করেছ তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না।)

مَرْنُوشُ: أَيْضًا؟!

(মারনুশ: আবার?!)

مِشْلِينِيَا (فِي تَأَمُّلٍ): نَعَمْ.. بَعْدَ لَحْظَةٍ لَسْتُ أَدْرِي.. مَا أَعْجَبَ تَرْكِيبَ الْإِنْسَانِ! فِينَا الْقُوَّةُ أَحْيَانًا إِلَى حَدِّ الْعَظَمَةِ وَالتَّضْحِيَةِ، وَفِينَا الضَّعْفُ أَحْيَانًا إِلَى حَدِّ الْحَقَارَةِ وَالْأَنَانِيَّةِ.

(মিশলিনিয়া [গভীর চিন্তায়]: হ্যাঁ... কিছুক্ষণ পর, আমি জানি না... মানুষের গঠন কী অদ্ভুত! আমাদের মাঝে মাঝে মহানুভবতা ও ত্যাগের সর্বোচ্চ শক্তি থাকে, আবার মাঝে মাঝে হীনতা ও স্বার্থপরতার মতো চরম দুর্বলতাও থাকে।)

مَرْنُوشُ: كُلُّ هَذَا لِأَنِّي أَمْنَعُكَ الْيَوْمَ مِنَ الذَّهَابِ إِلَيْهَا؟!

(মারনুশ: এসব কি শুধু এইজন্য যে, আমি তোমাকে আজ তার কাছে যেতে বাধা দিচ্ছি?!)

(صَوْتُ صِيَاحٍ يَدْوِي بَيْنَ تَجَاوِيفِ الْكَهْفِ.)

(গুহার গহ্বর থেকে চিৎকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।)

مِشْلِينِيَا (مُرْهِفًا أُذُنَهُ): صَهْ!

(মিশলিনিয়া [কান খাড়া করে]: শোনো!)

مَرْنُوشُ: مَا هَذَا؟

(মারনুশ: এটা কী?)

(الصَّوْتُ يَقْتَرِبُ وَيَصِيحُ: أَيُّهَا الْوَزِيرَانِ!)

(আওয়াজটি কাছে আসছে এবং চিৎকার করে বলছে: হে উজিরদ্বয়!)

مَرْنُوشُ: مَنْ أَنْتَ؟

(মারনুশ: তুমি কে?)

الصَّوْتُ: أَنَا يَمْلِيخَا.

(আওয়াজটি: আমি ইমলিখা।)

مَرْنُوشُ: الرَّاعِي؟ وَلِمَاذَا تَصِيحُ هَكَذَا؟

(মারনুশ: রাখাল? তুমি এভাবে চিৎকার করছ কেন?)

يَمْلِيخَا: أَنْتُمَا فِي الظَّلَامِ تَنْتَظِرَانِ الْفَجْرَ، وَالشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ!

(ইমলিখা: তোমরা অন্ধকারে ভোরের অপেক্ষা করছ, অথচ সূর্য আকাশের ঠিক মাঝখানে!)

مِشْلِينِيَا: أَيْنَ هَذَا؟

(মিশলিনিয়া: এ আবার কেমন কথা?)

Page-21

يَمْلِيخَا: خَرَجْتُ مِنَ الْكَهْفِ وَلَقَدْ عَثَرْتُ بِالْبَابِ فَإِذَا هُوَ دُونَنَا وَلَا نَعْرِفُ. وَلَكِنْ.. شَيْءٌ عَجِيبٌ.. إِنَّ الْحَرَارَةَ وَالضَّوْءَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْنَا مِنْهُ.. كَأَنَّمَا الشَّمْسُ تَمِيلُ عَنْهُ فِي ذَهَابِهَا وَإِيَابِهَا...

(ইমলিখা: আমি গুহার বাইরে বেরিয়েছিলাম এবং দরজার কাছে হোঁচট খেলাম, বুঝলাম দরজাটি আমাদের ঠিক নিচেই, কিন্তু আমরা তা জানতাম না। তবে... অদ্ভুত এক ব্যাপার... এর ভেতর দিয়ে আলো ও তাপ কিছুই প্রবেশ করছে না... মনে হচ্ছে সূর্য তার উদয় ও অস্তের পথে এর পাশ দিয়ে চলে যায়...)

مَرْنُوشُ: أَهَذَا كُلُّ مَا فَعَلْتَ؟ أَيْنَ الطَّعَامُ؟

(মারনুশ: এই কি সব? খাবার কোথায়?)

يَمْلِيخَا: لَوْ تَعْلَمَانِ مَا رَأَيْتُ وَمَا سَمِعْتُ.

(ইমলিখা: তোমরা যদি জানতে আমি কী দেখেছি আর কী শুনেছি!)

مَرْنُوشُ: تَكَلَّمْ.

(মারনুশ: বলো।)

يَمْلِيخَا: مَا كِدْتُ أَسِيرُ خُطْوَتَيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَمَامِي فَارِسًا يَلْبَسُ لِبَاسًا غَرِيبًا وَكَأَنَّهُ صَيَّادٌ، فَأَبْرَزْتُ لَهُ مِمَّا مَعِي مِنْ فِضَّةٍ عَارِضًا عَلَيْهِ شِرَاءَ بَعْضِ صَيْدِهِ. فَمَا تَبَيَّنَنِي حَتَّى كَأَنَّهُ امْتَلَأَ رُعْبًا، وَلَكِنَّ فَرَسَهُ يُرِيدُ الرَّكْضَ فَأَمْسَكْتُ بِزِمَامِ الدَّابَّةِ وَأَوْقَفْتُ الرَّجُلَ وَأَنَا أُلَوِّحُ لَهُ بِالنُّقُودِ. وَفِي النِّهَايَةِ أَخَذَ مِنِّي قِطْعَةً فِي حَذَرٍ وَجَعَلَ يَتَأَمَّلُهَا وَأَنَا أَرْقُبُهُ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ فِي تَلَعْثُمٍ وَخَوْفٍ وَعَجَبٍ وَهُوَ يُقَلِّبُهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ: «دِقْيَانُوسُ!» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَشَجِّعًا وَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ؟» فَأَخْرَجْتُ لَهُ كُلَّ مَا مَعِي، فَقَالَ: «أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟»، قُلْتُ: «مَاذَا؟»، قَالَ: «هَذِهِ النُّقُودُ الْقَدِيمَةُ.. هَذَا الْكَنْزُ؟!». فَحَسِبْتُ بِالرَّجُلِ مَسًّا، فَخَطَفْتُ مِنْهُ قِطْعَتِي وَابْتَعَدْتُ عَنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُنِي بِنَظْرَةِ عَجَبٍ وَاسْتِطْلَاعٍ وَخَوْفٍ، ثُمَّ لَكَّ فَرَسَهُ وَاخْتَفَى عَنْ بَصَرِي...

(ইমলিখা: দুই পা এগোতেই সামনে এক অশ্বারোহীকে দেখলাম, অদ্ভুত পোশাক পরা, যেন কোনো শিকারি। আমি আমার কাছে থাকা রূপার মুদ্রার কিছু অংশ তাকে দেখালাম, তার কিছু শিকার কেনার প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে দেখামাত্রই ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল! কিন্তু তার ঘোড়া দৌড় দিতে চাইছিল, তাই আমি লাগাম ধরে লোকটিকে থামিয়ে দিলাম এবং টাকার

ঝনঝনানি শোনালাম। শেষমেশ খুব সতর্ক হয়ে সে আমার কাছ থেকে একটি মুদ্রা নিল এবং পরীক্ষা করতে লাগল, আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে তোতলাতে তোতলাতে, ভয় ও বিস্ময়ে আঙুলের মাঝে মুদ্রাটি উল্টেপাল্টে বলল: "দাকইয়ানুস!" তারপর সাহস সঞ্চয় করে মাথা তুলে আমাকে বলল: "তোমার কাছে কি এমন আরও আছে?" আমি আমার কাছে যা ছিল সব বের করলাম। সে বলল, "কোথায় পেলে এটা?" আমি বললাম, "কী?" সে বলল, "এই প্রাচীন মুদ্রা... এই গুপ্তধন?!" আমি ভাবলাম লোকটির মাথায় কোনো দোষ আছে, তাই মুদ্রাটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে সরে এলাম। সে বিস্ময়, কৌতূহল আর ভয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল...)

مَرْنُوشُ: صَدَقْتَ، إِنَّ بِصَاحِبِكَ مَسًّا.

(মারনুশ: ঠিকই বলেছ, তোমার ওই লোকটার মাথায় আসলেই দোষ আছে।)

مِشْلِينِيَا: لَا يَا مَرْنُوشُ.. لَا تَتَعَجَّلْ...

(মিশলিনিয়া: না মারনুশ... তড়িঘড়ি করো না...)

مَرْنُوشُ: مَا بِكَ؟

(মারনুশ: তোমার কী হয়েছে?)

مِشْلِينِيَا: لَقَدْ دَاخَلَنِي شَكٌّ.

(মিশলিনিয়া: আমার মনে সন্দেহ জাগছে।)

مَرْنُوشُ: فِي مَاذَا؟

(মারনুশ: কিসে?)

مِشْلِينِيَا: فِي زَمَنِ إِقَامَتِنَا بِهَذَا الْكَهْفِ. أَلَا تَذْكُرُ أَنِّي أَتَيْتُهُ حَلِيقًا؟ هَا أَنَا ذَا الْآنَ وَلِحْيَتِي مُرْسَلَةٌ وَشَعْرِي يَتَدَلَّى، مَا تَنَبَّهْتُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا السَّاعَةَ وَأَنَا أَحُكُّ رَأْسِي بِظُفْرِي...

(মিশলিনিয়া: এই গুহায় আমাদের অবস্থানের সময় নিয়ে। মনে আছে, আমি এখানে আসার সময় দাড়ি কামানো ছিলাম? অথচ এখন দেখো, আমার দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে, চুল ঝুলে পড়ছে; এইমাত্র নখ দিয়ে মাথা চুলকাতে গিয়ে খেয়াল করলাম...)

يَمْلِيخَا: نَعَمْ. نَعَمْ. أَنَا كَذَلِكَ لَحَظْتُ وَأَنَا أُخْرِجُ قِطْعَةَ الْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ أَنَّ أَظَافِرِي طَوِيلَةٌ عَلَى هَيْئَةٍ لَمْ أَعْهَدْهَا مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَدْرِي؟ لَعَلَّ الرَّجُلَ ارْتَاعَ مِنْ مَنْظَرِ شَعْرِيَ الْمُبَعْثَرِ الْأَشْعَثِ. نَحْنُ هُنَا فِي الظَّلَامِ لَا نَلْحَظُ شَيْئًا وَلَا يَرَى أَحَدُنَا الْآخَرَ.

(ইমলিখা: হ্যাঁ, একদম ঠিক। মুদ্রাটি বের করার সময় আমিও খেয়াল করলাম আমার নখগুলো অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে গেছে, যা আগে কখনো ছিল না। কে জানে? হতে পারে আমার উস্কোখুস্কো চুল আর চেহারা দেখে লোকটি ভয় পেয়েছিল। আমরা এখানে অন্ধকারে কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না, একজন আরেকজনকে ঠিকমতো দেখছিও না।)

مِشْلِينِيَا: تُرى أَلَبِثْنَا أُسْبُوعًا وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ؟!

(মিশলিনিয়া: আমাদের কি এখানে এক সপ্তাহ কেটে গেল, অথচ আমরা বুঝতেই পারলাম না?!)

مَرْنُوشُ (يَتَلَمَّسُ رَأْسَهُ): صَدَقْتُمَا. أَنَا أَيْضًا لَا أَحْسَبُنِي جِئْتُ الْكَهْفَ بِهَذَا الشَّعْرِ كُلِّهِ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي. هَذَا عَجِيبٌ! انْظُرْ يَا مِشْلِينِيَا لَوْ كُنْتَ تُبْصِرُ فِي الظَّلَامِ، أَكَادُ بِهَذِهِ اللِّحْيَةِ أُشْبِهُ الْقِدِّيسِينَ عَلَى مَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ...

(মারনুশ [নিজের মাথায় হাত দিয়ে]: তোমরা ঠিকই বলেছ। আমারও মনে হয় না যে আমি এত বড় চুল আর দাড়ি নিয়ে গুহায় এসেছিলাম। এটা তো অদ্ভুত! দেখো মিশলিনিয়া, যদি অন্ধকারে দেখতে পেতে, আমার এই দাড়ি দেখে নিজেকে তো মনে হচ্ছে পবিত্র কোনো সাধু বা দরবেশের মতো...)

Page-22

يَمْلِيخَا: لَعَلَّنَا مَكَثْنَا شَهْرًا.

(ইমলিখা: সম্ভবত আমরা এখানে এক মাস ধরে আছি।)

مَرْنُوشُ: وَيْحَكَ! شَهْرًا؟ وَأَيْنَ كُنَّا طُول هَذِهِ الْمُدَّةِ؟

(মারনুশ: সর্বনাশ! এক মাস? আর এই পুরো সময় আমরা কোথায় ছিলাম?)

يَمْلِيخَا: كُنَّا نِيَامًا.

(ইমলিখা: আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম।)

مَرْنُوشُ: أَهَذَا كَلَامُ عَاقِلٍ؟

(মারনুশ: এটা কি কোনো বুদ্ধিমানের কথা?)

يَمْلِيخَا: وَلِمَ لَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ جَدَّتِي وَوَالِدَتِي وَأَنَا صَغِيرٌ أَنَّ رَاعِيًا اعْتَصَمَ بِغَارٍ مِنْ سَيْلٍ هَائِلٍ وَكَانَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَالْمَسِيحِ، فَنَامَ شَهْرًا حَتَّى انْقَطَعَ السَّيْلُ، فَصَحَا وَخَرَجَ سَالِمًا كَمَا دَخَلَ دُونَ أَنْ يَشْعُرَ بِالزَّمَنِ.

(ইমলিখা: কেন নয়? আমি ছোটবেলায় আমার দাদী ও মায়ের কাছে শুনেছি যে, এক রাখাল বিশাল বন্যা থেকে বাঁচতে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। সে আল্লাহ ও মসিহের ওপর বিশ্বাসী ছিল, তাই সে এক মাস ঘুমিয়ে রইল। বন্যা থেমে গেলে সে জেগে উঠল এবং কোনো সময়ক্ষেপণের অনুভব ছাড়াই অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এল, যেভাবে সে ঢুকেছিল।)

مَرْنُوشُ: تِلْكَ أَسَاطِيرُ عَجَائِزَ.

(মারনুশ: ওগুলো বুড়িদের বানানো রূপকথা।)

يَمْلِيخَا: إِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأُسْطُورَةِ وَلَا أَرَى فِيهَا عَجَبًا. لَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْجُثَثَ لَا تَفْسُدُ سَرِيعًا فِي غَارٍ رُطُوبَةِ الْمَكَانِ، فَكَيْفَ وَالشَّهْرُ مُمْطِرٌ؟ وَكَيْفَ وَإِرَادَةُ اللهِ وَالْمَسِيحِ تَشَاءُ النَّجَاةَ لِذَاكَ الْمُؤْمِنِ؟!

(ইমলিখা: আমি এই রূপকথায় বিশ্বাস করি এবং এতে অদ্ভুত কিছু দেখি না। বলা হয়ে থাকে যে, গুহার আর্দ্রতায় মৃতদেহ দ্রুত নষ্ট হয় না; তাহলে এক মাস বৃষ্টিমুখর অবস্থায় কেমন হবে? আর আল্লাহ ও মসিহের ইচ্ছা যদি কোনো মুমিনের মুক্তি চায়, তবে তা কি অসম্ভব?)

مَرْنُوشُ (نِصْفَ سَاخِرٍ): وَفِي حَالَتِنَا هَذِهِ مَا تَقُولُ؟ أَهُوَ الْمَطَرُ وَالسَّيْلُ؟ أَمْ إِرَادَةُ اللهِ وَالْمَسِيحِ؟

(মারনুশ [অর্ধেক উপহাসের সুরে]: আর আমাদের এই অবস্থার ব্যাপারে কী বলবে? এটাও কি বৃষ্টি আর বন্যা? নাকি আল্লাহ ও মসিহের ইচ্ছা?)

يَمْلِيخَا: فِي حَالَتِنَا هَذِهِ كَذَلِكَ.. أَلَمْ أَقُلْ إِنِّي رَأَيْتُ الشَّمْسَ تَمِيلُ عَنِ الْكَهْفِ عَلَى نَحْوٍ عَجِيبٍ؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ كَيْ لَا تُؤْذِيَ حَرَارَتُهَا أَبْدَانَنَا؟ هِيَ إِرَادَةُ اللهِ وَالْمَسِيحِ، شَاءَتْ هَذِهِ الْأُعْجُوبَةَ لِتُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ.

(ইমলিখা: আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে... আমি কি বলিনি যে সূর্যকে অদ্ভুতভাবে গুহা থেকে সরে যেতে দেখেছি? তা কি আমাদের শরীরকে তাপের কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য নয়? এটা আল্লাহ ও মসিহের ইচ্ছা, যারা মুমিনদের বাঁচাতে এই অলৌকিক ঘটনা চেয়েছেন।)

مَرْنُوشُ (فِي تَهَكُّمٍ خَفِيفٍ): الْمُؤْمِنِينَ؟ أَشْكُرُكَ يَا يَمْلِيخَا! أَظُنُّ أَنَّهُ لَوْلَا وُجُودُكَ مَعَنَا مَا كَانَتْ إِرَادَةُ اللهِ وَالْمَسِيحِ شَاءَتْ لَنَا أَيَّةَ أُعْجُوبَةٍ!

(মারনুশ [হালকা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে]: মুমিনরা? তোমাকে ধন্যবাদ ইমলিখা! আমার মনে হয়, তুমি আমাদের সাথে না থাকলে আল্লাহ ও মসিহের ইচ্ছা আমাদের জন্য কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটাত না!)

مِشْلِينِيَا (نَاهِضًا فَجْأَةً): مَرْنُوشُ!

(মিশলিনিয়া [হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে]: মারনুশ!)

مَرْنُوشُ: إِلَى أَيْنَ يَا مِشْلِينِيَا؟

(মারনুশ: কোথায় যাচ্ছ মিশলিনিয়া?)

مِشْلِينِيَا: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ قَدِ انْقَضَتْ.

(মিশলিনিয়া: যা-ই ঘটুক না কেন, নিঃসন্দেহে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।)

مَرْنُوشُ: تَعْنِي أَنَّكَ ذَاهِبٌ إِلَى...

(মারনুশ: তুমি কি বলতে চাইছ যে তুমি যাচ্ছ...)

مِشْلِينِيَا: وَلَنْ تَمْنَعَنِي قُوَّةٌ فِي الْأَرْضِ.

(মিশলিনিয়া: পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে আটকাতে পারবে না।)

مَرْنُوشُ (فِي تَهَكُّمٍ خَفِيفٍ): وَلَا فِي السَّمَاءِ؟!

(মারনুশ [হালকা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে]: এমনকি আকাশের কোনো শক্তিও না?!)

(صَوْتُ ضَجَّةٍ خَارِجَ الْكَهْفِ)

(গুহার বাইরে হইচইয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।)

يَمْلِيخَا: صَهْ! أَتَسْمَعَانِ؟

(ইমলিখা: চুপ! তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?)

مَرْنُوشُ: مَا هَذَا أَيْضًا؟

(মারনুশ: আবার কী হলো?)

Page-23

يَمْلِيخَا (مُرْهِفًا الْأُذُنَ): هَذَا صَوْتُ أُنَاسٍ عَدِيدِينَ.

(ইমলিখা [কান খাড়া করে]: এটি অনেক মানুষের আওয়াজ।)

مَرْنُوشُ (نَاهِضًا بِقُوَّةٍ): وَيْلَنَا! هَلَكْنَا!

(মারনুশ [জোরে উঠে দাঁড়িয়ে]: হায় সর্বনাশ! আমরা শেষ!)

مِشْلِينِيَا: هَلَكْنَا!

(মিশলিনিয়া: আমরা শেষ!)

مَرْنُوشُ: نَعَمْ، هَؤُلَاءِ وَلَا رَيْبَ رِجَالُ دَقْيَانُوسَ جَاءُوا يَلْتَمِسُونَنَا. أَرَأَيْتَ يَا يَمْلِيخَا؟ إِنَّ هَذَا الْفَارِسَ الْمَخْبُولَ قَدْ ذَهَبَ وَدَلَّ عَلَى مَكَانِنَا. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَا خُرُوجَ قَبْلَ أَنْ نَسْتَوْثِقَ مِنَ الْأَمَانِ؟ وَأَنْتَ يَا مِشْلِينِيَا الَّذِي كُنْتَ الْآنَ عَلَى وَشْكِ الْخُرُوجِ!

(মারনুশ: হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এরা দাকইয়ানুসের লোক, আমাদের খুঁজতে এসেছে। দেখেছ ইমলিখা? ওই পাগল অশ্বারোহী গিয়ে আমাদের জায়গার কথা বলে দিয়েছে। আমি কি তোমাদের বলিনি, নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাইরে যাবে না? আর তুমি মিশলিনিয়া, তুমি তো এইমাত্র বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলে!)

(صَوْتُ النَّاسِ فِي الْخَارِجِ يَقْتَرِبُ)

(বাইরের মানুষের আওয়াজ কাছে আসছে।)

النَّاسُ (صَائِحِينَ فِي الْخَارِجِ): يَا صَاحِبَ الْكَنْزِ! أَبْرِزْ إِلَيْنَا! يَا صَاحِبَ الْكَنْزِ، لَا تَخَفْ، اخْرُجْ لَنَا وَلَا تَخَفْ!

(মানুষ [বাইরে চিৎকার করে]: ওহে গুপ্তধনের মালিক! সামনে এসো! ওহে গুপ্তধনের মালিক, ভয় পেয়ো না, আমাদের কাছে বেরিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না!)

مَرْنُوشُ: أَيُّ كَنْزٍ؟! وَمَنْ هُوَ صَاحِبُ الْكَنْزِ؟!

(মারনুশ: কোন গুপ্তধন?! আর এই গুপ্তধনের মালিক কে?!)

يَمْلِيخَا (يُشِيرُ بِالصَّمْتِ هَامِسًا): صَهْ! صَهْ!

(ইমলিখা [ফিসফিস করে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিয়ে]: শোনো! চুপ!)

مِشْلِينِيَا (هَمْسًا): أَخْشَى أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْنَا.

(মিশলিনিয়া [ফিসফিস করে]: আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাদের ভেতরে ঢুকে পড়বে।)

النَّاسُ (تَقْتَرِبُ مِنْ بَابِ الْكَهْفِ): هَذَا كَهْفٌ! هَذَا بَابُ كَهْفٍ! (فِئَةٌ أُخْرَى مِنَ النَّاسِ) لَكِنَّهُ مُظْلِمٌ!.. إِنَّهُ مُظْلِمٌ!.. (فِئَةٌ أُخْرَى) أَحْضِرُوا الْمَشَاعِلَ! أَوْقِدُوا الْمَشَاعِلَ!

(মানুষ [গুহার দরজার কাছে এসে]: এই তো গুহা! এই তো গুহার দরজা! [অন্য একদল] কিন্তু এটা অন্ধকার! এটা অন্ধকার! [অন্য একদল] মশাল নিয়ে এসো! মশাল জ্বালাও!)

مَرْنُوشُ (هَمْسًا): مَا الْعَمَلُ؟

(মারনুশ [ফিসফিস করে]: এখন কী করব?)

مِشْلِينِيَا (هَمْسًا): إِنَّنَا مُحَاصَرُونَ.

(মিশলিনিয়া [ফিসফিস করে]: আমরা অবরুদ্ধ।)

يَمْلِيخَا (هَمْسًا): فَلْنُسَلِّمْ أَنْفُسَنَا لِلهِ وَالْمَسِيحِ!

(ইমলিখা [ফিসফিস করে]: চলো আমরা আমাদের নিজেদের আল্লাহ ও মসিহের ওপর সঁপে দিই!)

(لَا تَمْضِي لَحْظَةٌ حَتَّى يَشِعَّ فِي دَاخِلِ الْكَهْفِ ضَوْءٌ، ثُمَّ يَشْتَدُّ اللَّغَطُ وَيَدْخُلُ النَّاسُ هَاجِمِينَ وَفِي أَيْدِيهِمُ الْمَشَاعِلُ. وَلَكِنْ.. مَا يَكَادُ أَوَّلُ الدَّاخِلِينَ يَتَبَيَّنُ عَلَى ضَوْءِ الْمَشَاعِلِ مَنْظَرَ الثَّلَاثَةِ حَتَّى يَمْتَلِئَ رُعْبًا وَيَتَقَهْقَرَ وَخَلْفَهُ بَقِيَّةُ النَّاسِ فِي هَلَعٍ وَقَدِ اضْطَرَبَ نِظَامُهُمْ وَهُمْ يَصِيحُونَ صَيْحَاتٍ مَكْتُومَةً.)

(এক মুহূর্তও পার হলো না, গুহার ভেতর আলো জ্বলে উঠল, তারপর হইচই বেড়ে গেল এবং মানুষ মশাল হাতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু... মশালের আলোয় প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি ওই তিনজনকে দেখামাত্রই ভয়ে কেঁপে উঠল এবং পিছিয়ে যেতে লাগল। তার পেছনে থাকা বাকিরাও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং চাপা চিৎকার দিতে লাগল।)

النَّاسُ (فِي تَقَهْقُرٍ وَرُعْبٍ): أَشْبَاحٌ.. الْمَوْتَى.. الْأَشْبَاحُ...

(মানুষ [পিছিয়ে গিয়ে ও আতঙ্কে]: প্রেতাত্মা... মৃত মানুষ... প্রেতাত্মা...)

(وَيَخْرُجُ الْجَمِيعُ فِي غَيْرِ نِظَامٍ تَارِكِينَ بَعْضَ مَشَاعِلِهِمْ. وَيَخْلُو الْمَكَانُ لِلثَّلَاثَةِ وَكَلْبِهِمْ وَالضَّوْءُ مُنْتَشِرٌ، وَلَكِنَّهُمْ سَاهِمُونَ جَامِدُونَ كَالتَّمَاثِيلِ كَأَنَّمَا أَرْعَبَتْهُمْ هُمْ أَنْفُسَهُمْ هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ «أَشْبَاحٌ وَمَوْتَى»، أَوْ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ مِمَّا رَأَوْا وَسَمِعُوا شَيْئًا).

(সবাই বিশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে গেল, কিছু মশাল সেখানেই ফেলে রেখে গেল। জায়গাটি ওই তিনজন এবং তাদের কুকুরের জন্য খালি হয়ে গেল, আলো ছড়িয়ে আছে; কিন্তু তারা সবাই স্তব্ধ ও মূর্তির মতো জমে আছে। মনে হচ্ছে 'প্রেতাত্মা' ও 'মৃত' শব্দ দুটি তাদের নিজেদেরকেও আতঙ্কিত করেছে, অথবা তারা যা দেখল ও শুনল তার কিছুই বুঝতে পারছে না।)

(سِتَارٌ)

(পর্দা)